





















# অবতার ।

( প্র—পরা—অপ—সং—হসন্ )

---

কলিকাতা ৭৯৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

ও প্রকাশিত ।

---

২৫এ ডিসেম্বর বুধবার ১৯০১ সাল,

স্টার থিয়েটারে অভিনীত ।

---

কলিকাতা,

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস,

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ।

---

সন ১৩০৮ সাল ।

---

মূল্য ১০ চারি আনা ।

**P. K. SINGHA & CO.,**  
**MANUFACTURERS AND IMPORTERS**  
**OF**

**ACETYLENE GAS LAMPS & FITTINGS**  
**OF**  
**EVERY DESCRIPTION ;**  
**MECHANICAL ENGINEERS, PLUMBERS,**  
**GAS & ELECTRIC FITTERS,**  
**DECORATORS, GENERAL CONTRACTORS**  
**AND ORDER SUPPLIERS,**

**ALSO**

**All kinds of Acetylene Gas Lamps**  
**Suppliers**

**FOR TEMPORARY AND PERMANENT INSTALLATIONS.**

**NO. 32-1, MANICKTOLA STREET,**

**IN**

**(ASHUTOSH DEY'S LANE)**

**CALCUTTA.**

**Gopal Dass Bose,**  
*Manager*

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।

আমার এই পুস্তকে “হলাহলান্ধের” মুখে বহু গুলি সংস্কৃত  
বচন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমার বাল্য-স্মৃতির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-  
ধ্যাপক বৈষ্ণব-বংশ ভূষণ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন মহাশয়  
মিত্র-স্নেহবশে দেবভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন ।

শ্রীঅনুতলাল বসু ।

য়েন্সার কে, সি, বসু কোম্পানির

# বালি-বিস্কুট।

শিশু ও রুগ্নের ব্যবহার্য্য অত্যুৎকৃষ্ট  
আহার ও ঔষধ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার, এম, ডি, সি, এস, আই ; রায় বাহাদুর  
শ্রীযুক্ত সুর্য্যকুমার সর্বাধিকারী ; শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, এম, ডি ; শ্রীযুক্ত  
প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, এম, ডি ; শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, এম, ডি ; জি, এন  
মজুমদার, এম, ডি ; ডি, এন, রায়, এম, ডি ; ডি, এন, চ্যাটার্জি, এম, ডি ;  
এস, সি, বসু, এম, এ, এম, ডি ; জে, এন, ঘোষ, এম, ডি ; এস, পি, সর্বাধিকারী,  
এম, ডি ; শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী, এম, বি ; শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চট্টো-  
পাধ্যায়, এম, বি ; এম, এন, ব্যানার্জি, এম, আর, সি, এস, ( লণ্ডন ) ; রায়  
বাহাদুর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, এল, এম, এস ; শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু, এম, বি ;  
শ্রীযুক্ত রাখালদাস ঘোষ, এম, বি ; শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ বসু, এল, এম, এস, প্রভৃতি  
লক্ষপ্রাচিষ্ট বিচক্ষণ ইংরাজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণ আমাদের এই নব প্রস্তুত  
বালি ও বালির বিস্কুট “রোগীর একমাত্র ব্যবহার্য্য” বলিয়া একবাক্যে  
স্বীকার করিতেছেন। বর্তমান কালে বিলাতীয় চিকিৎসাপ্রণালী অমুখ্যারী বিলাতীয়  
পথ্যই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা গৃহস্থ সাধারণ ও দরিদ্রের ০ রূ বহু  
ব্যয়সাধ্য। সেই জন্য আমি বহু ব্যয়ে ইয়ুরোপ হইতে উক্ত আহাৰ্য্য . . . তর কল  
ইত্যাদি আনাইয়া সম্পূর্ণ ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে বালি ও বালির বিস্কুটাদি  
প্রস্তুত করাইতেছি, এবং যাহাতে উহা দেশীয় সাধারণের বিশেষ সুবিধাজনক ও স্যব-  
হারোপযোগী হয়, তজ্জন্ত সর্বদা চেষ্টা করিতেছি। এক্ষণে আমাদের এই নূতন  
প্রস্তুত স্বলভ, সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বগুণসম্পন্ন বালি ও বালির বিস্কুট  
যাহাতে প্রতি গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্ত যত্ন ও চেষ্টা স্বদেশীয়গণ মাত্রেই কর্তব্য।  
উহার উৎকৃষ্ট স্বাদে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র ও নিশ্চয়োজন।

কে, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি,

৭০ নং শ্যামপুতুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গয়ারাম	...	...	অবতার ।
দর্পনারায়ণ	...	...	গয়ারামের ভাই ( ক্ষেপ্ত অবতার ) ।
ছকড়ি	...	...	গয়ারামের মজাদার খুড়তুতো ভাই ।
প্রমথ	...	..	পাটনার উকীল ।
হলাহলানন্দস্বামী	...		ই-রাজী সন্ন্যাসী ।
গোপাল ( বয় )	...		প্রমথবাবু বালক ভূতা ।

চাঁদা, বেচাবাম, মথুর, ভক্তগণ, সম্পাদক ইত্যাদি ।

## স্ত্রী ।

চিলোলা	...	...	প্রমথবাবু স্ত্রী ।
মেনকা	...	...	গয়ারামের স্ত্রী । ( বড়বো )
নলিনীবাসিনী	}	...	চিলোলার বন্ধুগণ ।
প্রভাত			
ইন্দিরা			
ডালি			
টুনী			

পরিচরিকাগণ ।

## কেশরঞ্জন তৈল ।

কেশরঞ্জন উৎকৃষ্ট কেশপোষক, শিথিল কেশগুলোর দৃঢ়তালাভক, কেশপাতি ও অকালপকতানিবারক এবং অকালবৃদ্ধির অগুরুষ মহোষধ। ইহা ব্যবহার কেশকলাপ কোমল-মসৃণ ও চিকণ হয়; অপূর্ণ হৃগন্ধ ও ব্রিঙ্কারিণীশক্তিতে মাথা ভাল, মাথু বেদনা, মাথা ঘোরা, মাথাধরা প্রভৃতি কঠোর শিরঃপীড়া দূর করিয়া স্তম্ভিক ও অপরাপর মাথাকেন্দ্রকে শিথিল ও শীতল করে; সন্ধ্যাপ্রসূতিত গোলাপ কুমুমবৎ অপূর্ণ গন্ধে মন প্রাণ বিভোর করিয়া তুলে; ইহার গন্ধে ক্ষীভ্রতার লেশমাত্র নাই। ইহা ব্যবহারে টাকপড়া, স্তম্ভিকের দৌর্বল্য, চিত্ত চাকলা ও অবলাদ, স্নায়ুশক্তির রোগ, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, শরীরেব দুর্বলতা প্রভৃতি দূর করিয়া শরীর ও মন সতেজ ও সবল, ইন্দ্রিয়গণকে স্বাভাবিক ক্ষমতাপন্ন, চিত্ত প্রফুল্ল এবং মস্তক ভ্রমরকৃক ঘন কেশগুচ্ছ সমলকৃত করে।

কলতঃ কেশরঞ্জনেন জ্ঞায কেশকলাপের শক্তি ও সৌন্দর্য্যপ্রদ, খালিত্য ও পালিতানাশক, স্মৃতি-শক্তি-বর্ধক, চিত্তের প্রফুল্লতা উৎপাদক এমন অমূল্য ও অতুলনীয় সুমিষ্ট গন্ধী তৈল আর নাই।

মূল্য এক শিশি ... ১ টাকা।      ভিঃ পিঃতে ... ১৫০ টাকা।  
 প্যাকিং ও খাম্বালাদি ১/০ আনা।      ১২ শিশি ... ১০ টাকা।  
 বড় এক শিশি ( ইহাতে ছোট শিশি চারিগুণ তৈল থাকে )। মূল্য ৩ টাকা।

• কয়েকখানি প্রশংসালিপি ।

রাজপুতনার মধ্যমণি মাডোয়ার যোধপুরের মহারাজা হিজ হাইনেস মহারাজাধিরাজ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ( Lt Colonel ) সারমদ রাজাই শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত সার প্রতাপ সর্দার সিংহ জি, সি, এস, আই, ( G. C. S. I ) বাহাদুর ধর্ম বলিরাছেন;—“কেশরঞ্জন তৈল আমি ধর্ম ব্যবহার করিয়াছি। ইহা দ্বারা মস্তক শীতল থাকে এবং কেশকলাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার গন্ধ পরম রমণীয় ও চিত্তপ্রফুল্লকর।”

নেপালের মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর লিখিয়াছেন;—  
 “আমি কেশরঞ্জন তৈলের সর্বোৎকৃষ্ট হৃগন্ধে ও কেশবৃদ্ধিকারিণী শক্তি দর্শনে মোহিত হইয়াছি। এই শ্রেণীর ব্যবহার কেশ তৈলের মধ্যে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট।”

পাখুবিষাঘাটার বিখ্যাত সন্ন্যাসচার্য্য রাজা জ্ঞান শ্রীল শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট, ( knight ) সি, আই, ই, ( C. I E. ) মহোদয় বলিরাছেন;—  
 “ইহা হৃগন্ধ অতীব সুমিষ্ট, রমণীয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী।”

উত্তর “সার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, সি, এস, ড্রাই, বাহাদুর লিখিয়াছেন;—“দেপী বা বিলাতী—যে কোন কেশ-তৈলের সহিত তুলনায় ( কেশরঞ্জন ) উপাদেয় ও উৎকৃষ্টতম। সর্বাপেক্ষা ইহার মনোহর হৃগন্ধই ইহাকে সর্বজন সমাদৃত করিবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ ।

১৮১৩ নং লোরার চিংপুর রোড, ট্রেটারি বাজার, কলিকাতা ।

## শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা ।	সুংক্তি ।	যাহা আছে ।	যাহা হইবে ।
২৭	১৪	সমাসস্থল	সমাসস্থতি
৩৩	১০	Growing one of the highest gardens	Grown on one of the highest gardens.
৪১	২	speical	special.
৪১	৬	আমি কামিনীর প্রণাম গ্রহণ করি না ।	আমি কামিনীর প্রণাম গ্রহণ করি না ; শুঁকে নমো নারায়ণ বলে প্রণাম কহে বল ।
৪২	১৫	টাক	টাক্য
৫৭	২০	খাতকই তো	খাতক তো
৫৭	২২	"	"
৬৭	১৩	পুণ্যের	পণ্যের
৭৫	১১	আই	ওই
৭৭	৩	টাকা হলেই হতো বংশ, সন্ন্যাস নিয়ে চলতো যাংস, গেরুয়া পরলে পরমহংস,	টাকা হলেই হতো বংশ, সন্ন্যাস নিয়ে চলতো যাংস, গেরুয়া পরলে পরমহংস, সন্ন্যাস নিয়ে চলতো যাংস,
৭৮	১০	এনেছেন	এসেছেন



**WOOMA KANTO BOSE & CO.,**

**WHOLESALE & RETAIL**

**KEROSINE**

**&**

**LUBRICATING OIL-DEALERS,**

**&**

**GENERAL ORDER SUPPLIERS**

**&**

**CONTRACTORS.**



**No. 1, SUKEAS STREET,  
CALCUTTA.**

## মহিলাগণের স্বভাব

চলন্ত লজ্জাবশতঃ বিবিধ কষ্টজনক পীড়ার জীহারা অনর্থক কষ্ট পাইয়া থাকেন। আমাদের “এসেন্স অন্ড অশোক” কিছুদিন নিয়ম মত সেবনে, বাধক, গর্ভগ্রহণে অকমতা, কুডবৎসা দোষ, ষেঁও বা রক্তপ্রদর, গুল্ম, রক্তঃ অনির্গম, অত্যধিক রক্তশ্রাব, পেটে, পৃষ্ঠে, কোমরে বা উরুদেশে ব্যথা ও ভারবোধ, অকাল, অনিয়মিত বা কষ্ট ঋতু, বিবমিষা, নিদ্রাহীনতা, দৌর্বল্য, মানসিক অবসাদ, শিরোরোগ, স্বপ্নশ্রেয় ক্লান্তিবোধ, ক্লান্ত্যভাব, কপালে কুঞ্চিত দাগ, প্রাত্যহিক কার্যে বিরাগ, অপরের সংশ্রবে বিরক্তি-বোধ প্রভৃতি কষ্টকর পীড়া ও উপসর্গ শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। অবিগুহ ও কষ্টজরায়ু সন্তানলাভের প্রধান অন্তরায়। আমাদের এই মহাশক্তিশালী “অশোক-সার” জরায়ুর বাবতীয় দোষ—

## গোপনে সংশোধন করিবার

প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ মহোষধ। দেশীয় উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত এই ঔষধ পরম বিশুদ্ধ; কোন প্রকার হানিকর দ্রব্য ইহাতে নাই, আত্মা ও বিকট বা হুকারজনক নহে। বাবতীয় জ্বরোগ দূর করিয়া শারী-বিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উল্লাস প্রদান করিতে ‘এসেন্স অন্ড অশোক’ অমোঘ ও অদ্বিতীয়। ইহা সেবনে দৌর্বল্য ও অকাল-বাল্ক্য দূর হইয়া, যৌবনোচিত লাবণ্য ও সামর্থ্য জন্মে। যীহারা সেবন করিয়াছেন, সকলেই বলেন, জ্বরোগের বিবিধ কষ্টকর উপসর্গের—

## একমাত্র অমোঘ উপায়

আমাদের এই “অশোক-সার”। সহজশরীরে সেবনে কান্তি বাড়ে, শেহ নীরোগ ও কষ্টপূষ্ট হয়। মূল্য ছট্ টাকা মাত্র। মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র লাগে। রেল লইলে মাণ্ডল কম লাগে। কাহারও নাম প্রকাশ করিনা—ঔষধ গোপনে পাঠাই।

পি, জি, মুখার্জি, গ্যানেন্ড্রার।

৬ ডিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্।

রাণাঘাট—বেঙ্গল।

বসন্ত-বিলাস ।

মহা সৌরভময় তৈল ।

চিকুরের লাবণ্য বিকাশ করিতে, সৌগন্ধে মনঃপ্রাণ

আমোদিত করিতে ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও শীতল

রাখিতে ইহা অদ্বিতীয় । ইহার বিশেষ গুণ

এই যে ইহা কেশ-স্থলন-নিবারক ও

শীতঃপীড়া ও চর্ম্ম রোগের

বিশেষ উপকারক ।

হিন্দু-আশ্রম এবং কলিকাতা সরাই

নং ১২ অপার সারকুলার রোড,

শিয়ালদহ এবং প্রধান প্রধান ফেশ-

নরি দোকানে প্রাপ্তব্য ।

মূল্য প্রতি শিশি ॥০ অ' । ।

ডজন ৫৥০ টাকা ।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র ।

ডাঃ সি, দে ।

সমগ্র হুগলি জেলায় বিখ্যাত ও এসিদ্ধ ওস্তাদ

৮ রাগকুমার দাসের অনুবাদিত

## কশ্যপ-তন্ত্র ।

২ (রোজা হইবার ও ওস্তাদি বিজ্ঞা শিক্ষার চূড়ান্ত পুস্তক ।)

অধিক কি জানাইব, বর্তমান সময়ের আড়ম্বর জনিত, যা তা বাজে কলিত মস্ত সংযোজিত পুস্তক নহে, ধর্ম-শপথ যথার্থ মন্ত্র সকল পরিপূর্ণ পুস্তক । মনুষ্য ও জীবগণের হিতার্থে এই অমূল্য রত্ন মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম । মন্ত্র মুদ্রিত হইল বলিয়া, যে কার্যের ফলদায়ক হইবে না, সে বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক । যেমন চুষক প্রস্তর যেখানে থাকুক না কেন, তাহার আকর্ষণ-শক্তির হ্রাস হয় না, তেমনই যথার্থ মন্ত্রের গুণ কখনও হ্রাস বা বিফল হয় না, নিশ্চয় জানিবেন ।

কশ্যপ তন্ত্র ! অনন্ত রত্নাকর, এ রত্ন ঘরে থাকিলে আর রোজার খোঁসামদ করিতে হইবে না, স্বয়ং এই পুস্তক দৃষ্টে সকল অভিলষিত বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিবেন এবং আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে কাহারও সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং উত্তীর্ণ হইবেন । কারণ ইহাতে সর্প দংশনের ঝাড়ন, মধন, আপনসার, কড়ি চালিয়া সর্প আনয়ন ইত্যাদি যাবতীয় সর্পদংশনের ক্রিয়াকরণ মন্ত্রসকলে পরিপূর্ণ আছে, তড়িঙ্গ, ভূত, পেঁচো, ভাইন, উপদেবতা, ঝাড়ন, বক্ষা-কবচ, কুক্কুব শৃগালাদি হিংস্র জন্তুর দংশন ঝাড়ন, গরল চিকিৎসা; তড়িঙ্গ বশী-করণ, স্তম্ভন, মোহন, উচাটন, বাণ-বিজ্ঞা, ইন্দ্রজাল-বিজ্ঞা, ভেদ-বিদ্যা, গুপ্ত-তন্ত্র-মন্ত্র, ইত্যাদি যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয় সকল সন্নিবেশিত আছে; লিখিয়া সে সকল বিষয় বর্ণনাতীত । পুস্তক দৃষ্টে জ্ঞাত হইবেন যে কি অমূল্য রত্ন প্রকাশিত হইয়াছে, অধিক কি জানাইব । পুস্তকখানি কার্যদায়ক না হইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরৎ দিব ।

মূল্য ১ টাকা মাত্র, মাণ্ডল ভিঃ পিঃ ১০ আনা ।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—৯৭ নং দুর্গাচরণ মন্ডির ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

# বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী  
 পণ্ডিত শ্রীমত বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়  
 হাশয়ের নিকট এবং ষ্টার থিয়েটারে আমার নিকট ও অজ্ঞাত প্রধান প্রধান  
 মুতকালমে পাওয়া যায়।

পুস্তক	মূল্য	পুস্তক	মূল্য
মাতা বা বিজয় বসন্ত	১০	চোরের উপর বাটপাড়ি ও ডিসমিশ	১০
কবালী	১০	( একত্রে ) ১০ হলে	১০
রিকচুর্গ	১০	বৌ-মা	১০
জীব ব্যাপার	১০	গ্রাম্য-বিভাট	১০
জি বাহাদুর	১০	সতী কি কলহিনী	১০
চালাপানি	১০	হরিশ্চন্দ্র	১০
ববাহ-বিভাট	১০	সাবাস আটাল	১০
বিবু	১০	আদর্শ-বসু	১০
একাকার	১০	কুপণেব ধন	১০
বিলাপ	১০	যাঙ্গুরী	১০
নবীরাম	১০	নবজীবন	১০
ব্রজলীলা ও চাটকো-বাড়ুজো	১০	অবতার	১০

একত্রে  
 বাহার প্রয়োজন হইবে উক্ত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে পাইবেন। ডাকমাণ্ডল  
 স্বতন্ত্র লাগিবে।

ষ্টার থিয়েটার  
 কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

## কবির রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

প্রহাবলী ১ম ভাগ ৪, হলে ২,।  
 প্রহাবলী ২য় ভাগ ৪, হলে ২,।  
 প্রহাবলী ৩য় ভাগ ২, হলে ১,।  
 প্রহাবলী ৪র্থ ভাগ ২, হলে ১,।

প্রহাবলী ৫ম ভাগ ২, হলে ১,।  
 প্রহাবলী ৬ষ্ঠ ভাগ ২, হলে ১,।  
 প্রহাবলী ৭ম ভাগ ২, হলে ১,।

## উক্ত কবির প্রণীত, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

দরমেধ বসু ১০, লয়লা মজনু ১০, কবালী ১০, বেনজীর ববরেহুনীর ১০  
 বদরী ১০।



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,  
 পণ্ডিত শ্রীমত বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা।





















# অবতার ।

## প্রথম অঙ্ক ।

### প্রথম দৃশ্য ।

কলিকাতা—গয়াবামের বহির্কোণের ছাদ ।

গয়াবাম ।

গয়া । দর্প—বলি ও দর্প ।

নেপথ্যে দর্প । দাদা ডাকেন ?

গয়া । হা ।

( দর্পনারায়ণের প্রবেশ )

কি কচ্ছিলে ? বলি শোন, কিছু পবামর্শ ঠাঙবালে—এখন করা যায় কি ? ভাবতেব কাজ ত এক বকম মাটি হতে দাঁড়িয়েছে, কংগ্রেস কনফারেন্স লিগ্‌ অ্যাসোসিয়েশন বিস্তর ভাগীদার জুটে পড়লো, আব ছোঁড়া ফোঁড়া গুলোও কাগজ লিখতে বসেই একেবারে আলিস্বেবীকে পলিটিক্‌শ্‌ শেখাচ্ছে ।

দর্প । নো গো নো গো, পলিটিক্‌সে আব কিছু হচ্ছেনা ।

গয়া । তুমি ত “নো গো” বলে সেবে দিলে, এখন আমাদের “গো অনেক উপায় কি ?

দর্প। একটা উপায় ঠাউরেছি; দেশ উদ্ভয় থাক, আপনি ভারত ছেড়ে একেবারে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দিকে নজর দিন জীবের উপায় করুন।

গয়া। 'আচ্ছা দর্পরে ও কি শোনালে! তুমি কি আমার অন্তরে প্রবেশ করেছিলে নাকি? দর্পরে! আমি অতি দীন হীনের হীন আমি হতে জীবের উপায় কি হবে?

দর্প। হবে হবে—আপনার দ্বারাই হবে; সেবার ভারতের দিকে যেমন মন দিয়েছিলেন, সেই রকম একবার জীবের দিকে মন দিয়ে উঠে পড়ে লাগুন দেখি কেমন না হয়?

গয়া। দর্পরে—ভাই!

দর্প। আবার কি, আপনি কেন ইতস্ততঃ কচ্ছেন?

গয়া। আমি যে মহাপাতকী।

দর্প। বেশ ত।

গয়া। বেশ ত কিহে?

দর্প। আপনি যে মহাপাতকী তাত বুঝতে পেরেছেন?

গয়া। মর্শ্বে মর্শ্বে—চর্শ্বে চর্শ্বে—প্রতি কর্শ্বে?

দর্প। যত অধর্শ্বে গলদধর্শ্বে তাকি আমি জানিনে? ভাই বলছি আপনি মহাপাতকী—জীবোদ্ধারের ভার আপনাকেই নিতে হবে। একবারকার কুণী আরবারকাব রোজা;—উঁতি বুঝক পুরাণ।

গয়া। দেখ, পরশু রাতে আমি যা সপ্ন দেখেছি সে অতি ভয়ানক ব্যাপার, যেন একটা গৌরবর্ণ পুরুষ—নীলবর্ণ আঁতা—মাথায়—

দর্প। ও কিছু নয় কিছু নয়, ও সপ্ন উপর মনে কর্কেন না; —ওই পরশু রাতে আমি মানা করুম শুনলেন না, অতগুলো কাঁকড়া



যেদিন তাই ইন্ডিয়েস্‌চন্ হয়ে দুঃখের মধ্যে ছেঁদেছেন ; নাইট মেরার নাইট মেরার ।

গয়া । আরে ব্যস্ত হও কেন শোনই শেষ পর্যন্ত ; যেন দেখলুম সেই অটোথারী পুরুষ যুক্তিও মন্তকে ভুলসী গয়ের মালা জড়িয়ে আমার হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছেন “আরে মহাপাতকী ! তোর প্রাণে প্রেমের সিদ্ধ উৎসে উঠবে, জীবের যুক্তি তোরই হাতে, তুই আজ থেকে পাঁচ মাস বাদে”—

দর্প । আহা! জয় গৌরাণ জয় গৌরাণ !

গয়া । আরে শোনই—

দর্প । আর শুন্ব কি ? আপনিও আমার চেনেন আমিও আপনাকে চিনি, বোঝবার আর বাকি কি আছে ? আর কাল বিলম্ব নয় একেবারে কাজ আরম্ভ করুন ; আপনি মাথার উপর থাকতে আমার একা খাড়া হওয়াটা ভাল দেখার না ।

গয়া । তাই বোধ হয় এখনও আমার সময় হয়নি ।

দর্প । আবার কবে সময় হবে ? দিন দিন যে রকম কাহিল হয়ে পড়ছেন, কোন দিন হঠাৎ—

গয়া । তাইত বলি শরীরটা একটু সার্কক, আবার এনার্জি আসুক ।

দর্প । আবার এনার্জি আসবে কাশীমিত্রের ঘাটে গেলে, এই ঠিক সময় হয়েছে—পেটের অসুখ বেড়েছে ডাক্তার মাংস খেতে নিষেধ করেছে কঁকড়া পর্যন্ত হজম হচ্ছেনা, বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বনের এই ঠিক সময় ।

গয়া । বৈষ্ণব ? তুমি কি ওই নেড়া নেড়ীর পথ দিয়ে জীব উদ্ধারের কথা বলছো, কেন শক্তভাবে তোমার আপত্তি কি ?

দর্প। বিস্তর ;—প্রথমতঃ ধবচা বেশী, তার উপর ওতে  
অকতারেব তেমন চলন নেই, আরও—

গয়া। শৈব ?—

দর্প। না।—

গয়া। গাণপত্য ?

দর্প। বেঙ্গলে একেবারে out of fashion, কখনও বোম্বাই  
অঞ্চলে যাওয়া হয়ত বোঝা যাবে, আপনি আর দ্বিধা কর্বেন  
না যা বলুম তাই করুন।

গয়া। ভাল—মালা তিলক মাটি টাটি কি কি চাই তাব  
হোগাড় কব, আব কাকেও বটতলায় পাঠিয়ে দাও খানকতক  
বৈষ্ণব গ্রন্থ কিনে আনুক।

দর্প। দাদা কি একেবারে সংসারটা তাসিয়ে দিতে চান,  
চেন্ডা চেন্ডীগুলাব এক মুঠো খাবার উপায় অব রাখবেন  
না, আমবা পরসা দিয়ে বই কিনব ?

গয়া। তবে গ্রন্থ পাবে কোথায়, কাকর ঠেঁয়ে চেয়ে নেবে  
নাকি ?

দপ। বই পড়ে আপনি কর্বেন কি ? সেত সব পূর্ব কথা  
তাই কি লোককে শোনাবেন ? আপনি আমাব কথা বুঝতে  
পাচ্ছেন না, প্রাণে তাব আনুন তাব আনুন—তব কথা সব  
আপনি বেবিয়ে পড়বে। Inspiration ! Perspiration !  
Brother you have a Call !

গয়া। আতাহা দর্পবে কি বলি ?—

(স্বরে) নব নব নব নিতুই নবরে।

দর্প-(স্বরে) আজ রামী কাল শামী পবশু কালো ভবরে।

উভয়ে।\* ওহোহো পরশু কালো ভবরে।

কালো ভবরে, কালো ভবরে, কালো ভবরে।

নব নব নিতুই নববে, নব নব নিতুই নববে,

নব নব নিতুই নিতুই নিতুই।

( চান্দাব প্রবেশ )

চান্দা। বড় বাবু! চাটগাঁতে কোন বাবুকে সে পাখীর জন্ত  
লিপেছিলেন তিনি চাবটে পাগিষে দেছেন, আস্তাবলে রাখিয়ে দেব ?

গণা। ভাট্টাব বলছিলাম সময় হশনি।

দপ। হে—আবাব কি ?

গণা। ওই দেখ এসেছে—উজোগ কন্তে না কন্তেই এসেছে—  
প্রসন্নকে সিংগেছিলাম সে পাঠিয়েছে, দর্প ভাইবে। এ যে চাটগাঁব  
পাখী, নিতুই মনে না! আমনি মরি সে যে এক সঙ্গে যুগা  
মটন, এসেছে এসেছে -

দপ। এসেছে এসেছে—প্রভু ইচ্ছাব এসেছে, আব যদি  
এসেই থাকে বাড়াত কেবা যাবে কি ? ছেলেবা থাকে, আমিও  
না হয় তাদের এ টু সাহাবা করে।

গণা। আমাব উপাব ?

দপ। বলুম না ডাক্তাব আপনাকে মোটেই সাংস চুতে  
নিষেধ করেছে।

গণা। ভাই! এত স্বার্থপর হলে তুমি জীবোদ্ধাবে সাহাব্য  
কর্মে কেনন হবে ? আহা! চাটগেমে পাখী, নাম শুনেই যে  
আমাব কেনন হচ্ছে। নাম—নাম—নাম! দর্পকে, কলিতে নামই  
বলবান।

( সুরে )

আহা ওই নাম—শুনে নাম—রসে রসনা ।

সেই জীবের—ক্ষীণ দ্বিপদ জীবের—

লেখা যোখা পাখা শোভিত জীবের—

অতি মাংসল কোমল বলদায়ী জীবের—

ত্রিদিবে পাঠাতে বাসনা ।

( ছকড়ীর প্রবেশ )

ছক । নামে ঘাম ঝরে গায়,

দাম দিয়ে কেনা নয় তায়,

ধাম চাটিগী মহকুমায় ।

দর্প । কি কর ছকড়ী এখন ব্যাজার করোনা, যাও ।

ছক । ছোট দা ! আমি কি তোমাদের ছাড়া ? পাশের ঘরের  
ছিলুম সব শুনেছি, ভারি এঁচে এঁচে বার করেছ খুব মতলব  
ঠাউয়েছ ; আমি তোমায় কতদিন ধরে বলছি, ছাড় ছাড় ভারত  
ছাড়—নতুন কিছু ধর ।

দর্প । ছকড়ী ! ছেবলাম করোনা, বড়দাকে স্বপ্ন হয়েছে  
ওঁকে জীবোদ্ধার করতে হবে ।

ছক । আমিও স্বপ্ন পেয়েছি আমাকে পেটোদ্ধার করতে হবে ।  
বড় কর্তার জীব আর আমার পেট—এ দু উদ্ধার আরম্ভ হলে  
কি জগতের আর হুঃখ থাকবে ! আপাততঃ ছোটদা, চাটিগী  
থেকে যে চারটা গজবর গামিনী মোরগিনী নন্দিনী এসেছে তাদের  
উদ্ধার কর । চাই ।

দর্প । ওহো ! তোমারই ইচ্ছা ।

ছক । প্রভুর আবার ইচ্ছা কি ? তাঁর ইচ্ছা না হলে কি

আর অমনি আসে ? ও খেয়ে ফেলা থাক,—তুমি আমি কে ?  
যা কবাচ্ছে তাই কচ্ছি,—

‘তুয়া জ্বিকেশ হৃদি স্থিতি স্থাপক,

যথা নিযুক্ত তথা কোন্মানি ।’

ওই চাঁদাকে নিযুক্ত করুন ও কোন্মা বানিয়ে ফেলবে। আহা  
পক্ষী জাতি গন্ধের জ্ঞাতি, আশায় আশায় কত দূর থেকে  
আপনি এসেছে, ত্যাগ কতে কি আছে ? সেই যে গোপালে  
উড়ের মাথুর কীতন টাকি ?—

( সুরে )

এসেছে এসেছে আহা এসেছে আশায় ।

প’রে তামাচুড়া, প্রেমের কুঁকুঁড়া, রাই তোমারি বাসায় ॥

রাই রাই রাই হে ওহে गया দাদা রাই ।

গজেন্দ্রগামিনী মোরগিনী নন্দিনী,

বাবুজন-বন্দিনী পাখী পাখায় ।

• প্রভাতি ললিত গায় স্থললিত,

শুনে জাগরিত কুন্তকর্ণ আপনি যে হয় ॥

চাঁদারাম আর ভাবছো কি ? যাও সারথীরে বল জবাধ্যায় করে  
ফেলুক ।

দর্প । রোসো রোসো—আমার ভা হয় চলবে, কিন্তু দাদার  
খাণ্ডাটা কি ততটা ধর্ম সঙ্গত ?

গয়া । ও ছকড়ী দর্প বলে কি ? ওষে আমার বাল্য সখী

ছক । হয়েছে—তবেই তোমরা জীবোদ্ধার করেছো ; ডেকচীর  
ভিতর থেকে যখন সৌরভে আকুল করেয়ে হয়ে উঠবে,

তখন ঠাঁর নিজের জিভ অকূল পাথারে ভাসতে থাকবে; আর  
উনি তাদের বঞ্চিত করে যাবেন পরের জীবকে উদ্ধার কভে ?  
না দাদা “শরীরং ব্যাধি মন্দিরং,” ওকে আগে রক্ষা কভে হবে,  
“পশ্চাদ্ভারো গর্ণৈরপি,” তারপর পালক টালকগুলো পেছন-  
কার দোর দিয়ে ফেলে দিলেই হবে ।

দর্প । যাক, প্রভু তোমাবই ইচ্ছা তোমাবই ইচ্ছা ; তবে এক  
কম্ব কর চাদা—ওই খিড়কীতে বুদ্ধি একটা তুলসী গাছ হয়েছে  
দেখোছি সেটা উবড়ে এনে আগে পাখী কটাকে খাওয়াগে যা,  
দেহগুলো পবিত্র হয়ে যাক ।

[ চাদাব প্রস্থান ।

ছক । এই এই ছোটদা না হলে বুদ্ধি বাব কবে কে ? ঠিক  
নলেছ, এটীদেব ব্যাপ্টাইজ কবে ফেলা বাক ।

( সুরে )

নব নব নব নিতুই নব রে ।

আজ বামী কাল শামী পরশু কালো ভববে ॥

কতই রূপ ধবছ পাখী হাম কেয়া কব ে.

কভু সুরুরা রূপে বিহরত কপে,

কভু ভরপুর পুর পশ আলু চপে,

আহা বনচারী কভু তুমি কারী,

আপনা পাশায় মেরূপ নেহাবি

মরি মরি মরি কিবা খাবরে ।

নব নব নব নিতুই নবরে ॥

## অবতার ।

৯

শ্রীজঙ্গ ঢালিয়া কভু হে কালিয়া

গীতধারা কূপ সেই অপরূপ

রূপে চেয়ে রব রে ।

নব নব নব নিতুই নব রে ॥

কভু পোষ্ট হেস্টে হবে তুমি রোষ্ট,

রুটি টোষ্ট সনে দুটি ওঠে তোরে

ধরে দিব রে ।

নব নব নব নিতুই নব রে ॥

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মশারি আবৃত পালঙ্কে প্রমথ নিদ্রিত ।

বাহিরে বিছানা হেলান দিয়া হিলোলা ।

( গীত )

বাবু জাগো জাগো যামিনী যে যায় ।

যুবতী জেগেছে কবে আর কেনগে বিছানায় ॥

এই বুঝি ভাই ভালবাসা,

মজা করে ঘুমোও খাসা,

পাশেতে প্রেয়সী নাই, খেয়াল কি হলোনা হায় !

কালিদাসের কোকিল ডাকে থাকিয়া থাকিয়া,

পিউ পিউ উঠলো ডেকে রবি বাবুর পাণিয়া,

কৌকোর কৌকোর কুকড়ো ডাকে তোমার রসনায় ।

আর বকম বকম পায়রা ডাকে আমার কবিতায়।

ওঠ বাবু মুখ ধোও পর নিজ বেশ,

চায়ের বাটিতে মন করহ নিবেশ,

মইলে কলকল ফোটা গরম জল জুড়িয়ে বুঝি যায় ॥

( গীত )

প্রমথ।—

অহল্যা দ্রোপদী তারা,

এই যে আমার নয়ন তারা,

হৃদয় কারা ছেড়ে দারা উটেছ কখন ;

এই যে চুল খুলেছ, নেয়ে ফেলেছ

জরদ রঙের গরদ প'রে সেজেছো বেশ চিকণ চাকণ।

বলি বুঝি খেতে হবে চা

তা বাচ্ছি—তা—তা—তা—

রুটী কথানা টোক্ট করে মাখিয়েছত মাখন।

হিলোলা। থাম থাম ওস্তাদজী মশায় আর সুর ঈজতে  
হবে না ; অমুগ্রহ করে যাও বাসি মুখে জলটা দিয়ে এস।

প্রমথ। কেন আমার গান কি ভাল লাগে না ?

হিলোলা। ও আবার গান কিসের ? দর্য করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে  
দিলুম তাই জ্বাকরা আরম্ভ কল্লো ; এই বুঝি তুমি ভারি বিদ্বান,  
স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী গান গেয়ে কথা কয় কোথায় দেখেছ ?

প্রমথ। কি জান—গান টান গাইলে তবে প্রেমালাপটা  
জমে যায়। •

হিলোলা। চা এনেছ রুটী রেখেছ মাখন দিয়েছ—এই মোটা



কথাগুলো বুঝি তোমার প্রেমালাপ ? সংসারের সাদা কথাবার্তা  
বুঝি গান গেয়ে বলতে হয় ? এইটে বুঝি তোমার natural ?

প্রমথ । তা তুমিও ত আমার গান গেয়ে গেয়ে ডাকছিলে ।

হিন্নোলা । আমি গেয়ে ডাকলুম বলে তুমি গেয়ে উত্তর  
দেবে ? আমি হলুম অবলা—আমার গান কত মিটি, একবার  
শুনলে দশবার শুনতে চায় ; আর তোমার ও বাকখাঁই আশ্রয়কে  
রাগিণী ভাঁজা—ওতে কি কিছু মজা আছে ? খামলে লোকের  
পোণটা বাঁচে ; জিজ্ঞাসা করে দেখগে বাড়ী শুদ্ধ লোক জালাতন  
হয়েছে কি না ?

প্রমথ । ভুল ভুল, বুঝলে প্রিয়েচন্দ্র মহাভুল ; আসল শাস্ত্র  
লব্ধ গান বা তা আমাদের পুরুষের গলাতেই বেবোয় । নওল  
কিশোরী ঞ্চন্দ মহম্মদী খেয়াল সে সব গান বুঝতে পাবে কার  
সাধ্য ; মেয়ে মানুষে আবাব গাইবে কি ? তিনটে অক্টেভের  
একটা বই তোমাদের গলার বেবোয় না ; তবে অবলাজাতি বলে  
লোকে খাতির ক'রে তারিফ করে, আর রূপ যৌবন কালো  
নয়নের—

হিন্নোলা । বটে—একটা গেয়েছি তাই এত কথা শোনাচ্ছ,  
যার আমি কখন গাবনা,—কখন না—গাবনা—সাধলেও না—  
পাড়লেও না—কখন না—কখন না—কখন না—

প্রমথ । আর যদি পারে ধবে সাধি ?

হিন্নোলা । তাতেও না—সাধনা, আমি মনে কর্কে।  
কিংএর মাপ মিচ্ছ ।

প্রমথ । এ একটা মানের মতন মান বটে, তা হোক এক  
পান গাও—মাথা খাও ।

হিল্লোলা । আমি অখাণ্ড খাইনে ।

প্রমথ । এ সে মাংস নয়—হিঁদুর ব্যবহার্য্য । আমার কথায় প্রত্যয় না হয় চল দেখিয়ে দিচ্ছি, এই মাথা আহার ঘরে ঘরে চলেছে, বিশেষ তোমাদের কোমলাঙ্গিনীদের মধ্যে ; বৃদ্ধারা হিংসা করে মধুগুদনকে ডেকে পরকালের মাথা খাচ্ছেন, প্রৌঢ়ারা কুৎসা আর ঝগড়া করে সম্রমের মাথা খাচ্ছেন, যুবতীরা শুয়ে বসে গতরের মাথা আর স্বাজে নড়ল পড়ে লজ্জার মাথা খাচ্ছেন, মাষ্টার মশায়রা নোট মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন, ছেলেরা সিগারেট আর কোকেন খেয়ে আপনাদের মাথা আপ-  
নায়াই খাচ্ছেন ।

হিল্লোলা । হ্যাঁগা ও কিগা—কি খাচ্ছে বজ্জে, কোকিল খাচ্ছে ?

প্রমথ । না না কোকিল নয়, কোকেন ।

হিল্লোলা । হাঁ হাঁ আমার বকুল ফুল পান দিয়ে ওই খায়, বলে বেশ ক্ষুঁতি হয় ।

প্রমথ । মাস কতক বাদে ক্ষুঁতি টের পাবেন ।

হিল্লোলা । কেন ওকি জিনিস ?—ওতে কি হয় ?

প্রমথ । যেন ক্ষুঁতি কণ্ডে গিয়ে তোমার বকুল ফুলের ওই পান কখন খেওনা - ও একটা ভয়ঙ্কর বিষ, এখন ডাক্তারেরা ওই কোকেন লাগিয়ে শরীরের অনেক স্থান অসাড় ক'রে অস্ত্র করে, তোমার চোখে খানিকটে কোকেনের জল দিয়ে তারপর ছুরি বসালেও সাড় পাবে না ।

হিল্লোলা । ওমা সেকি গো, তবে সখ করে এ খায় কেন !

প্রমথ । মানুষের মথের কথা কও কেন, সখ করে লোকে গলায়ও ত দড়ী দেয়, পৈতৃক বিষয় আশয় খুইয়ে জোচ্চোরও ত

হয় ; আর বিশেষতঃ জিনিসটা নতুন, এখনও শেষ ফলটা লোকে ভাল করে বুঝতে পারেনি ।

হিল্লোলা । শেষ ফল কি—প্রাণে মারা পড়ে নাকি ?

প্রমথ । একেবারে গেলেতো বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে মরে ; তারপর একেবারে “পটল উৎ-পাটনম—শূন্য নিনাদনম” ; প্রথমে জীভটা অসাড় হবেন, মুখে আর কোন জিনিসের তার থাকবে না, তারপর ক্রমে চক্ষু ক্রোধা বুদ্ধি সব গিয়ে—পুরুষের মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে—

চৌদিকে স্বজন স্তব্ধ, গৃহে হায় হায় শব্দ ।

শব জ্ঞানে বন্ধুগণে শ্মশানেতে লবে ॥

হিল্লোলা । আবার গান ? তা গাও গাও—আমিতো আর পাচ্ছিনে ।

প্রমথ । গাও গাও, নিদেন একবার গেয়ে বল—

বাও যাও নাথ, শুন মেরি বাত,

ধৌত মুখ হাত কর ওই বাথ্ ক্রমে গিয়ে ।

হিল্লোলা । ঠাট্টা ?

প্রমথ । কই ?—তাহলেতো তুমি হেসে উঠতে ।

হিল্লোলা । ঠাট্টার মত ঠাট্টা হয়তো লোকে হাসে, যাও মুখ রে এস ।

প্রমথ । গেয়ে বল গেয়ে বল ; সত্যি সত্যি—তোমার পায়ে ড়ি ।

হিল্লোলা । আচ্ছা হবে এখন, আগে যা বলছি কর, আমি টা ঠিক করি, তারপর আবার গৎসারের কাজ আছেতো ।

হাওনা—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শীঘ্র এস, আজ আমার তৌগার  
মজ্জে ভাবি দবকাবী একটা কথা আছে।

প্রমথ। কি এখনই বলনা।

ডিল্লোলা। Go you naughty man, don't do ভ্যান  
ভান।

প্রমথ। Yes my Lord—Session Judge, একা কর  
গজ গজ।

[ প্রমথর প্রস্থান।

ডিল্লোলা। দেখদেখি সমস্ত রাশিতেও সখ্ মেটেনা, সকালে  
উঠেই প্রেমের পশনা খুলে বসেন; আমায় কত কাজ দেখতে হয়  
তা বুঝেন না—বিদেশে এসে যে গিল্মি হতে হয়েছে।

( গীত )

- আমি নতুন ঘরে নতুন গিল্মি নতুন গিল্মিপনা।
- আমাব সাজবে কেন বাজে কাজে বসে বাবুয়ানা ॥
  - আগি লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী মেয়ে—শতাদরের বৌ,
  - খাশুড়ীটী লক্ষ্মী আমার মনে মুখে মৌ,
  - শত মুখে লুখাতি তাঁর বৌয়ের গুণপনা।
  - আমায় ভালবাসে সে - আমি ভালবাসি,
  - চোখে চোখে হয় পলকে ফিক্ করে হাসি,
  - এমন পতি কোন যুবতী না করে কামনা ?
  - হাতে আছে অনেক কাজ, কর্বীনা আর তানা নানা।

এখনও চান্দের সব আনছেন কেন ?—বয় বয়।

( বয়স প্রবেশ )

বয়। কমিং—কমিং মেমসাব্ ।

হিল্লোলা । ফের মেম সাব ?—আমি না তোকে বারণ করে দিয়েছি ।

বয়। 'সাব' না বলে বাবু যে ভাবি গোস্বা করে, very angry !

হিল্লোলা । তোর ইংরিজি মিঃরিজি ওই বাবুকে বলিস, আমায় বহুজী বলবি ।

বয়। সে কেমন হবে ? মরদ্—সাহেব, আর জানানো—বহুজী ?

হিল্লোলা । আমি কি তোর বাবুর মত ওই খানাটানাগুলো খাই ? দেখতে পাসনে—আমি পূজোআচ্ছা পর্যন্ত করি ।

বয়। Place মেম—এক বোজ খানা খেয়ে দেখুন, আজ বহুত নয়ানয়া ডিস্-তৈয়ারি হোবে ; সুপ্ আলা লেডিস্টিং, আর পাঁচটা সাইড্ ডিস্ বনবে ; পেটিট্ কাটলেট্ মেফ্ কিং, ক্রুঞ্জি চফ্, ক্রুগার রোষ্ট্, রবার্ট্ পুডিং, কিচনার কাবাব ।

হিল্লোলা । ছি ছি ছি—বাবু খান বলে ছুঁতে হয়, তার পর আমি নেয়ে ফেলি দেখিসনে ? এখন দেরি করিসনে শীঘ্র চাঠিক কর, বাবু এখনই নেয়ে আসবেন আমি আসছি ।

বয়। ও ইয়েন্ ও ইয়েন্ মেম—বহুজী ।

হিল্লোলা । আর দেখ বয় ।

বয়। কমিং ।

হিল্লোলা । আচ্ছা থাক ।

[ প্রস্থান । ]

বয় ।

( গীত )

I am a very—very good boy !

“ ( A pretty naughty witty boy )

Not a saucy—hussy—lassy—but a boy !  
 In making choc'late cocoa hot coffee,  
 Or a cup of first class Tea,  
 From Andrew Yule and Company ;  
 I am handy like a dandy  
 Drinking Brandy Port,  
 Or Cream de Noy ( euy ).  
 As to smashing plates of China,  
 And crashing Glasses of Vienna,  
 ( Why—oh—Ho—Ha—Ha—Ha ! )  
 Thats' my life's only jolly joy.  
 I have a malady with a name,  
 Cleptomania or "open-sesame";  
 Nice game—if not caught,  
 But the tread-mill is no toy.  
 When ding—dong rings the parlour—gong,  
 Merrily I sing a comic song,  
 Like the famous Dallas, Laurie,  
 Or D. L. Roy.

নেপথ্যে-প্রমথ । বয় বয় ।

বয় । কমিং কমিং মাষ্টার । গি অপ্ বয় কাষ্টার কংডার ।

[ বয়ের প্রস্থান ।

( প্রমথের প্রবেশ । )

প্রমথ । এই যে চা ভোয়ের, বয়টা না এইখান থেকেই উত্তর  
 দিচ্ছিলো ? হৌড়া ভারি দুট—কিন্তু ফ্রেভার, ছেলেবেলা থেকে  
 সাহেবের কাছে চাকুরী করেছে কিনা ? আঃ—আঃ—বেশ চা  
 হয়েছে, চমৎকার ফ্রেভার ! The right thing, Yules 'Reis

'Tea' and no mistake ; মাঝে মাঝে মনে কুরি, চাটা ছেড়ে দিয়ে  
 আর কিছু ধরো,—Say Coffee—Chocolate or Cocoa ; চাটা  
 আর exclusive drink নেই। ইউল কোম্পানির দৌলতে  
 যেখানে সেখানে সস্তায় ভাল চা পাওয়া যায়—অনেকেই খাচ্ছে ;  
 এখনতো আর সাতবার সিন্ধু করা খানসামাদের বেচা বাজারে  
 চাগুলো কিনতে হয় না। আঃ চমৎকার ! আজ বেলা অবধি  
 বিছানায় পড়ে ছিলাম, দু'চার চামচে খেতে না খেতেই lethargy টা  
 কেটে গেল। আনাদের খাটুনি যখন ইংরিজি রকম পাড়িয়েছে,  
 তখন একটু আদটু ইংরিজি রকম Stimulantও আবশ্যক  
 হয়ে পড়েছে ; তার জন্য এই সব মোড়ের মাথায় ভাল বলে যে  
 সব mytilated spirit বিক্রী হয়, সেগুলো ওয়াক তুলতে  
 তুলতে না খেয়ে একটু আদটু ভাল চা খেলে শরীরও বেশ তাজা  
 থাকে, মনেও বেশ ক্ষুধা হয়। Besides like rice being  
 the produce of our country we have natural right  
 to the use of tea. চায়ের উপর হিন্দির prejudice ঘুচিয়ে  
 দিয়েছি ; by the bye—প্রায়সী ঠাকরণ গেলেন কোথায় ?  
 বাহবা ! আমি একেলা বসে বসে চা সিপ্ করছি, আর তিনি মাঝে  
 থেকে সিপ্ দিয়েছেন বুঝি ? কোথায় গো ?—এঁ হেঁ ছঁ হঁ  
 অ—অগো—আঃ বলি ও বয় !

( বয়ের প্রবেশ )

বয়। কমিং।

প্রমথ। যমের বাড়ী গোহাঁং, আমি তোরে ডাকলুম বুঝি ?

বয়। হাঁ সাব—আপ 'বয়' বোলা।

প্রমথ। এদিকে বেটাকে কিশ ডাকে উত্তর পাওরা বার না,  
আর এবার অমনি কানাচে মাথা ঝুঁজে ছিল।

বয়। খোদাবন্দ কহুর মাক হোয়, আর হাজার বার ডাকলেও  
আসবো না।

( গমনোক্তয় )

প্রমথ। এই চন্নি মে ?—সেখ এই—এই—এ কোথায় ?

বয়। কে হজুর ?

প্রমথ। এই একে ডেকে দে বাড়ীর ভিতর থেকে ; বুঝে-  
ছিল ?—নীত ডাক।

বয়। হাঁ হাঁ সমজেছে ( উচ্চৈঃস্বরে ) এ দাই—এ সুভদ্রী।

প্রমথ। চোপ চোপ—ঠুগিড বুকহেড ; চা খাবার সময় কে  
আমার কাছে বসে ?—কার হাত থেকে তলব নিস ?

বয়। বহজী ?—ওঃ বুঝেছি।

প্রমথ। আর দেখ—শুনতে পাচ্ছিস, বলবি যে আজ চা বড়  
চমৎকার তোয়ের হয়েছে।

বয়। আজ্ঞে হজুরের মনে ধরেছে ?

প্রমথ। চমৎকার—Beautiful ! গন্ধ ভর ভর আছে।

বয়। ( সেলাম করিয়া ) হজুব মা বাপ। ( হস্ত নিঃকরণ )

প্রমথ। ও কি—হাত পেতে রইলি যে ?

বয়। আজ্ঞে ভাল চা হয়েছে বলেন ; হজুর ভাল করে  
বেনিয়েছি—বকশিস পাবনা ?

প্রমথ। ও বাদর তুমি বেনিয়েছ ? আমি বলি গ্রেয়সি—  
আমী ছিলি বেনিয়েছে ; fie fie—সেই গোলাব ফুল মাখান  
হাতের তোয়েরি মনে করে আমি এতক্ষণ কত তারিয়ে তারিয়ে



খাচ্ছিলুম, কি মিষ্ট গন্ধ বলছিলুম ;—আর তুমি বেনিয়েছ ? ডেক্‌চি  
মাল্য হাত—রত্ননের গন্ধ—দূর দূর, বেরো এখান থেকে ।

( প্রহারোদাত )

বর ।

( গীত )

বাবু করোনা আমার পৃষ্ঠে মুক্কাঘাত ।

তা হলে কাজে তোমার হবে গো ব্যাঘাত ॥

কে উঠ্কে দেখবে পকেট,

সরাবে ঘড়ি চেন লকেট,

সেটকে সেট বাগান ভেঙ্গে

শুনাবে কে বজ্রাঘাত ।

বাড়ীতে এলে ভদ্র লোক,

কে দেবে তার জুতোর উপর চোখ,

আর তামাক বলে গুল সেজে দে

কে বকশিস চেয়ে পাতবে হাত ।

কে বাড়াবে বাজার দর,

বৌ দিদির কে হবে চর,

এঁটো করে দুখের সর

মনিবের কে মার্কেব জাত ।

কে তাড়াবে পাওনাদারে কত্রে এলে মূল্যাকাত ॥

গেলে এমন সখের চাকর,

কে করাবে খরচ দোকর,

মার্কেব কারে জুতোর ঠোকর,

সাহেব শুনালে কড়া বাত ।

ছকি বেশি খেলে তুমি

কে চালবে শিরে শাওয়ার-বাথ ॥

প্রমথ । আমি তোঁর এত খণ, এতদিন বলিসনে কেন ?

বয় । আমার বড় চকুলজ্জা বাবু, তাই নিজের বড়াই নিজের মুখে করিনে ।

প্রমথ । আচ্ছা বা—এঁকে ডেকে দিবে বা ।

[ বয়ের প্রস্থান ।

( হিমোলার প্রবেশ )

হিমোলা । কেন—অত ডাকাডাকি হচ্ছে কেন ?

প্রমথ । ব্যায়রাম—আর কেন ?

হিমোলা । কেন আমি কি কুইমাইন—তাই বামোর সমস্ত দরকার ?

প্রমথ । \* না তুমি ফেনাসিটিন, হিট ১০৫এব উপর উঠলেই টেম্পারেচার নাবিয়ে দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা কবে যাও ।

হিমোলা । তা হলে সাবধান, ভোজ যেন বেশি হয় না—  
Pulse দমে যেতে পারে ।

প্রমথ । সে ভয় আমার নেই ; ওট ছুটি চোখে হু কু , তাইনন্  
গ্যালিসাই আছে, Kellner's 75—একেবারে মৃত-সঞ্জীবনী-পুণা ।

মেখে মুখ পান্ন, শুক জব মদ

\* শুক মুখে শব শুধু দ্যাও দ্যাও দ্যাও ।

হেরে রূপ হুঙ্ক, মনো-মেনি হুঙ্ক

শুক চোখে চেয়ে কাঁদে দ্যাও দ্যাও দ্যাও ।

হিলোলা । ভিট ভিট কবির, মিষ্ট পণ্য নষ্ট হয়—

ত্রিপদীতে বুঝি নাথ পাও চতুস্র ।

ভয় পাবে মরা মধু, হেম—রবি—দত্তবধু,

নবীন ত্যজিবে দেশ, গিরিশ ঘোর পদ ।

প্রমথ । বটে ঠাট্টা ! আমি ছেলেবেলা যা কবিতা লিখে-  
ছিলুম ।

হিলোলা । হায়রে সেকাল !

প্রমথ । লিখিলে কেন জান ?

হিলোলা । কেউ পড়বেনা বলে ।

প্রমথ । তা নয়—লেখবার কি আর কিছু আছে ? এই মিন্টন  
বায়রণ শেলি টেনিশন এরা সব আমার ভাব আগে চুপি করে  
ছাপিয়ে ফেলেছে ।

হিলোলা । তা আমার মাথা খাও তুমি যাহোক একখানা  
লিখে ছাপাও, অনেকে বই লিখে পুণ্য কচ্ছে—তুমিও কিছু কর ।

প্রমথ । পুণ্য কি রকম ?

হিলোলা । এই যেমন হিন্দুস্থানীদের ভিতর এক রকম লোক  
আছেন, তাঁরা ছারপোকাকে আহাং দেবার জন্তে গরীব লোকদের  
থরে পরসা দিয়ে নিজেদের খাটিয়ার শুভে দেন, তেমনি অনেক  
গ্রন্থকার এখন ঘরের পরসা দিয়ে বই ছাপিয়ে উই আরণ্ডলার  
ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করেন ।

প্রমথ । ( হিলোলার হাত ধরিয়া ) Oh My Sweet, you  
are a wit ?

হিলোলা । ছাড় এখন হাতখানা—Quit ; একটু কাজ আছে  
আসছি সেরে ।

প্রমথ । এইতো এতক্ষণ ছিলে, আবার আমার কি কাজ ?  
হিলোলা । বটে ?—

( গীত ) \* ১

আমার কাজটা কি—কাজটা কি—কাজটা কি ?  
তুমি থাক চক্ষু বুজে—মুখটা গুঁজে—বুঝবে তা কি ?  
এই রান্নাঘরে ঢুকতে হলো,  
বাগুনদিকে বকতে হলো,

খি বুজি বাজাবে গেল—নেবু আনতে বাকি ।

এ নয় শেয়ে বেয়াকৈল মামলাবাজ মকৈল ;  
কোকিল ডেকে উকীলাগরি শামলা নেড়ে কঁাকি ।  
তোমার তর্জ্জন গর্জ্জন উপার্জ্জন তার বিসর্জ্জন ঢাকি ॥

প্রমথ । তা তুমি লম্বিটা, হিলোলা না থাকলে কি আমার ধর  
একদিন চলে ।

হিলোলা । এইবার চলতেই হবে ।

প্রমথ । কি রকম ?

হিলোলা । হিলোলা যে দোলায় উঠবে ।

প্রমথ । ছন্দ দোলায় তো উঠেই আছে, আর কোন দোলায় ?

হিলোলা । এই দেশে বাব—তাই বলছিলুম ।

প্রমথ । তাতো বাবই ঠিক কবে রেখেছি, এই বড় দিনের ছুটি  
হলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে ।

হিলোলা । হাঁ, তোমার তো আর আগে বাবার সুবিধা হবে না,  
আমায় বিত্ত ঘেঁতে হবে, আজ রাত্রেই গাড়ীতেই যাব ।

প্রমথ । কি ?

হিলোলা । ছুটি মঞ্জর হোক ।

প্রমথ । কি ?—

হিলোলা । সৈজ দাদাব যে বিয়ে, তাই মা নিতে পাঠিয়েছেন ।

প্রমথ । কেন আব বুঝি কত্কা জুটছে না ?

হিলোলা । না, আমার গিয়েই ঠাকুববীকে ঠিক কত্তে হবে ।  
লক্ষীটী—ছি ভাইটী—বারুটী আমার—হুকুম জারি কর ; আমি  
এখানকার সব গোছগাছ বন্দোবস্ত করে রেখে যাব, তোমাব  
কোন কষ্ট হবে না । আব এই কটা মাস বাদেই তো তুমি যাবে,  
তাব পব এক সঙ্গে আসবো ।

প্রমথ । তুমি এই কথা প্রাণ ধরে বলো ?—হাঁ বলে—বলে ?

হিলোলা । ছি অমন কত্তে আছে ; তা নয় বে টে চুকে গেলে  
আবাব আসবো ।

প্রমথ । নির্দয়ে—নিষ্ঠুরে—কঠোরে—ব্যাটারাবাসিনী—মটর-  
মুখী—রাঠোরবালে ! এই বুঝি তুমি প্রেমসী—দেখনহাসি—এলো-  
কেনী—বাবাগসী ? এষ্ট বুঝি বিদিতিনী—গাগলিনী—খগোলিনী—  
জাঙলেবাসিনী ? ওরে ধুলায় ধূসব নন্দকিশোর দিক তোবে !  
আবেরে বকবিলাসী—যশস্বী—রাঙ্গসী ! তোম প্রাণে দয়া নেই—  
মায়ী নেই—গরী নেই—গঙ্গা নেই—গদাধব মেই—তঁার পাদপদ্মও  
নেই ।

হিলোলা । চুপ কর চুপ কর বাড়ীতে অন্ত লোক আছে ;  
আমায় নিতে অরুণ এসেছে ।

প্রমথ । তোমায় নিতে যম এসেছে ।

হিলোলা । হুও হুও রাগের চোটে ভুলে আমার গাল দিয়ে  
ফেলেছে ।

প্রমথ। আমার—আমার—আমায় নিতে বলেছি।

হিলোলা। তা বেশ করেছে বলেছো; সে যাক—দেখ আজ রাজের গাড়ীতে যাওয়া হবে, আমি সব ঠিক করে রেখেছি।

প্রমথ। খালি যৎসামান্য কাজ—আমায় বলাটুকু বাকি ছিল বুঝি?

হিলোলা। চটছো কেন?—লোকের স্ত্রী কি বাপের বাড়ী যায় না?

প্রমথ। আর আমার মাথাটা কি কচমচিয়ে চিবিয়ে থায় না?

হিলোলা। আমায় যেতে দেবেনা—দেবেনা—দেবেনা?—

তবে আমি রাগ কর্কো—মান কর্কো—কাদবো।

প্রমথ। প্রিয়ে প্রিয়ে! সত্যই আমার ছেড়ে যাবে? ওরে কে আছিস—জল নিয়ে আয় পাখা নিয়ে আর, আমি মুর্ছা যাব।

হিলোলা। তা হলে আমি হুড হুড করে মাথায় জল ঢেলে দেব, এই সখের কার্পেট টার্পেট সব ভিজ়ে যাবে।

প্রমথ। না না, তা হলে যাবনা—যাবনা—মুর্ছা যাবনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অজ্ঞান হই।

হিলোলা। আর অজ্ঞান হতে হবেনা। শোন—দেখ, তুমি নিজে গিয়ে আমার বেলে তুলে দিবে আসবে, আর রোঙ্গ চিটী লিখবে, আর—আর—আর দেখ, কিছু অস্ত্রার দায় বেন করোনা—খবরদার।

প্রমথ। আব আমার কবিতাই যখন চলো, তখন আর কি নিয়ে অবু্য কর্কো?

হিলোলা। তুমি চোখেব আড়াল হলে কি আর কবিতাকে এত মনে থাকবে? আজ্ঞা সত্য বল দেখি, এতটা কি মনে থাকবে—থাকবে? এক একবার কি আমাকে ভাববে?

বল রাখিবে মনে ?

রাখিবে—রাখিবে—রাখিবে মনে ?

চল তবে, কিন্তু একটু সকাল সকাল - আজ কাছারি থেকে এসে ।

ওরে কিরা কোথায় গেলি ?—ঘরটা পরিষ্কার কর ।

[ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্থান ।

( পরিচারিকাগণের প্রবেশ ও গীত )

ঘরখানি কি করকরে ।

ঘরের ঘরুণীটী খরখরে ॥

যেমন ফুলের মত গা, তেমনি মোলাম তুলোর বিছানা,

আহা এই বালিসে চুল ঘষেছে সুগন্ধ কি তরতরে ।

এই পালঙ্কে অঙ্গ রাখে, বদন-চাঁদে চাঁদে ঢাকে,

দুজন সুজন কোকিল কুজন প্রেমেতে মন তরতরে ॥

## তৃতীয় দৃশ্য ।

প্রথম বাবুর বাংলার ফটকের বহির্ভাগ ।

( বয় )

বয় । যখন কলকাতায় বাঙ্গালী বাবুদের ক্লাবে ছিলুম, তখন ছকড়ী বাবুর কাছে কত গান শিখতুম ; প্রিয় বাবু খুলে বেথে দিয়ে বিলিয়ার্ড খেলছিলেন, ঘড়িতে তাঁর হারিয়ে গেল ; জাইতো আমি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে এ বাবুর সাথে পশ্চিমে এলুম । আহা ক্লাবে থাকতে কত চিজ্ ভাসতুম ! এখানে একটা

বাবু—কথানাই বা বাসন ? এই মাসকাবারের আরও পাঁচ দিন বাকি আছে, এখনও এগারটা বই চিনি ভাঙ্গতে পারিনে। এই বাবুরা সব বলেন যে আগেকার চেয়ে এখন দিন খুব ভাল পড়েছে, আর লোক সব বেশি বুদ্ধিওয়ালা হয়েছে,—তা ঠিক। এই তখন সব বাবুবা লঠল জালাতো, রড় মাথুর বাবুরা কি সাহেবেরা বেলোয়ারি কান্না; সেটা ভারি দামের জিনিস, বেচারী খানসামা করাসেরা খুব হুঁসিয়ায়িতে হাত লাগাতো ; একটা ভাঙ্গলে মনিবের একেবারে বেশি লোকসান—ভারি গোলমাল পড়ে যেত। এখন কি মজা ! কেরোসিনের আলো—দেদার চিনি ভাঙ্গছি, দশ পরস কি চার আনা করে দাম—খুচরা খরচের ভিতর চলে যায় বাবুদের অত গারেট লাগেনা। আব এই ঘর ঘর চা চলে গেছে, আমরা গরীব খানসামারা মনের সাথে চীনের বাসন ভেঙ্গে নিছি ; আমার নানার কাছে শুনেছি, তাঁর এক বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীর খানসামাব সঙ্গে দোষ্টি ছিল, সেই বাঙ্গালী চাকরটা নানাব কাছে কত কান্দতো, বলতো তাব মনিববাড়ীতে নানার সাহেবেব মতন চীনেব বাসন নেই, সে কিছুই ভাঙ্গতে পারনা। ভারি ভারি বাঁসাব বাসন আছড়ে ফেলেও কাপাটা আসটা একট ঝেঁ কাটে, কাজ চলে যায়। যে সাহেবরা এ দুল্লুকে চিম চীনের বাসন সব পাঠায়, তাদের চাই এই সব রড় বড় খানসামাদের সাল সাল বড় বড় একটা বক্শিশ দেওয়া, আমাদের হিক্মতে তাদের মাল কাটুতি কত বেড়ে যাচ্ছে। ও বাবা! এ জুজুব মতন মেজে কে আসে গো—ও বাবা মাথায় শিং নাকি ?—

( হলাহলানন্দবাবীর প্রবেশ )

হলা। কখন ?



বয়স তা বাবা তুমি যে বড়—তা আমি বুঝতে পেরেছি ;  
তা বাবা যদি কৃপা করে এখান থেকে লঙ্কায় হও, তা হলে আমার  
পরিশ্রমটা বড়ভর হইবে । এখানেতো লঙ্কায় টান বেধার কিছু নেই—  
সঙ্গে দেখনা ।

হলা । ঐ কিল কীদুশো নাম বর্কর ?

বয়স । আমার নাম 'বর্কর' তোমার কে বলে ছুছু মশায় ?  
আমার বিয়েই হয়নি, আমি একবার এক বরও হইনে ; যে ছোটো  
বে করে তাকেই কি বলে 'বর্কর' ? ছুছু মশায় ! যা বলছো সিধে  
করে বল, নইলে আমি বুঝতে পারিনে ।

হলা । অহহ ! দেবভাষা নাম সংস্কৃতায় ন জানাসি ?

বয়স । ও সব বাক্যে কথা রাখ কর্তা ; তুমি চাও কি ? সাহেবের  
কাছে যাবে ?—তোমার নাম কি ?

হলা । মাক্তি মম নাম, ন বাপি গোত্রজ্ঞানং, ন তথা উপাখ্যে  
পরিচয়ঃ । সংসারনির্লিপ্তোহহং সন্ন্যাসী, মানবাস্ত সন্ন্যাসবস্ত্রিন  
মাং পরিব্রাজক—পরমহংস—হলাহলানন্দ—স্বামী—এলে ফেল  
ইতি আখ্যয়া ।

বয়স । ও বাবা ! খুব লম্বা ঘুলি আউড়ে গেলে যে ?—ওইটে কি  
তোমার নাম ? তা হবে, মস্তুরি পাহাড়ের মতন পাকড়ীটে যে  
লম্বা ঘুরে উঁচু হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে নামটাও মাইল তিনেক  
লম্বা না হলে চলবে কেন ? তা বুঝেছি ঠাকুর, তোমার খাতাও  
সঙ্গে সঙ্গে দেখছি, ও রকম চের আসেও জানি, এখন হবে টবে  
না ; বছরী কলকেতায় যাবে, সাহেবের মেজাজটা বড় খুসী  
নেই, তার উপর একজন মকেলের সঙ্গে কথা বলছেন, এখন  
যাও ।

হলা। কুমুমোদ্ভানশোভিতং প্রাসাদতুল্যাং বনং যেতং  
বিবরবিষমগত কন্ত নাম পাপিষ্ঠন্ত ?—

বর। আর আমার গিষ্ঠে পা দিতে হবে না ; কুমুমশালায়  
যাও, অনেকের মাথায় পা দিতে পারবে—চুপসমা আঁধার হবে।

হলা। সৌরাভামোদ—

বর। আ গেল যা বিটলে বেয়াড় ; এ সৈরভীর বাড়ী পেয়েছো,  
বসে আমোদ কর্কে ? যা যা মিনসে—জ্বালাপনা করে না।

হলা। কা নাম জাতিস্তে ? মুখ মিদং শব্দবৃদ্ধিতে বিজিত—  
মম্বাধাযুধকৃত্তমং অবিরলচকলবিলোচনং কাকলিকজিতকল কোকিল-  
কুজিতং সৌরভমোহিতযুবজনমানসকেশকলাপম্।

বর। আরে, আমি চূলে কলণ দিয়েছি ?

হলা। যদি নাম কামিনী—

বর। এ সৈরভী ও নয় কামিনীও নয়, এ তরলোকের  
বাংলা ; বাবুব—সাহেবের বাংলা।

হলা। সুরাভাষিণী যদি নাম কামিনী, দূরমপসর স্বরা  
কিল পরিত্যজ্য কামিনীকাঞ্চনং কণ্টকীকান্মূলীকচ্ছত্রং কষ্ট-  
বোধং চ কৰ্জ্জশোধং কলিতং কোপীনাং কেবলম্। দূরং য়।

বর। আহা! আমি সরে যাই দূর হই, আর উনি কুল  
করে বাড়ীর ভিতর ঢোকেন।

হলা। ন খলু অহং বারয়িতব্যঃ। অপ্রতিহতঃ স্তবঃ সৰ্ব্বথা  
সম্যাসিনঃ। ( দ্বার মধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ )

বর। কঠ যাও—স্বরদায়, এই কদমসিং এই কোচম্যান  
ই দ্বার আও, একটা মাণিকপীর বাগিচামে ঘুঘুখা, বাত নেহি  
শুনতা। ( দ্বার রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। )

হলু। জানাসি অহং ইংরাজী কখন পটীরসং মাদৃশং অস্তি  
সামর্থ্যং বিলাতীযুধ্যাবাতেন খ্যং নারীং বা পুরুষং বা হুং বিমি-  
ক্ষিপ্য উল্লঙ্ঘ্য কটকং বাট্যাং প্রবেষ্টুম্ ? ( লক্ষ প্রদানে কটক  
উল্লঙ্ঘন চেষ্টা ও ভূমিতে পতন । )

কর। ( হাসিতে হাসিতে ) বেশ হয়েছে বেশ হয়েছে,  
সন্ন্যাসীঠাকুর লাফিয়ে স্বর্গে উঠতে গিয়ে প্রথম ধাপেই আছাড়  
খেলেন । ( হাস্ত ও করতালি । )

হলু। ( উঠিয়া ) অরেরে পাটচর, গর্ভদাস, গ্রহিচ্ছন্দক,  
সম্মন-ভক্ষক, জালক গৃহস্থ জালক, ছুছন্দর, বংশ রাস্তা । ইষ্টং  
পিনষ্ট ইতি ইষ্টপিষ্টঃ রাসে কেলয়তি ইতি রাসকেলঃ ইত্যমরঃ ।

( সজোরে হারোল্লাটন ও এবেশ )

বর। গিয়েছে ঘুঘে পড়েছে, ছাড়বে না—কোন মতে ছাড়বে  
না, নেবেই নেবে কিছু সাহেবের কাছে আদায় করে । বহুজীতো  
দেখলেই একটা টিপ করে কুর্গীশ করে বসবে, তারপর গলার চেন  
ছড়াটাই দিন আর এক খান একশ টাকার নোটই আদায় হয়ে  
যাক । এরাই রাক্ষা কাপড় চোপড় পরে সেজেগুজে বেরিয়েছে,  
চোগা পরা বাবুবা আর বড় চাঁদা আদায় কতে পার না । খাই  
ভিতরে—এখনি সন্ন্যাসীঠাকুরের জেঞ্জো কাফি টাকি হকুম হবে ;  
আর ছখানা লেগু না রোষ্ট কল্লোতো ওনার পেট ভরবে না । সেবার  
অমনি একটা সংনক্তি এসেছিল, সেতো খুরগী কবুতর মটন বখরা  
মিলিয়ে ডিন সেরের উপর মাংস খেলে, তার উপর দেড়সের  
বর্কি ; শেষ খেতে পারে না বুকি, তাই বর্কিগুলো রাই মাথিয়ে  
মাথিয়ে খেতে লাগলো ।

[ অহাস । ]

## চতুর্থ দৃশ্য।

### প্রমথ বাবুর বাংলা—ড্রইং রুম।

(হিরোলার কলিকাতা গমন উপলক্ষে ভূতাগণ বিদ্যনা)

পোর্টম্যান্ট ট্রক ইত্যাদি গুছাইতে ব্যতিব্যস্ত ; একটা

হোল্ড-অল হস্তে লটয়া প্রমথ বাবুর প্রবেশ)

প্রমথ। এই বয়!—টুপিড্ এই ছিল আর ঠিক সময়টী বুকে কোথায় গে'হ; নে মোথরো—দে মশাবিটেএব ভেতর পুরে।

মথুব। মশারি? এই এই মশারি কাঁহা গিয়া—কাঁহা রাখ্খা? (নিজের পায়ের কাছে মশাবির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া টেবিলের নীচে, আলুমাঝি উপর, চায়ের বাটীর ভিতর প্রতি স্থানে মশারির অব্বেষণ, ও অপর ভূতাগণের তদব্বেষণে যোগদান ; এবং 'মশারি কোথায় গেল', 'কাঁহা গিয়া', 'এই হি'য়াখা' ইত্যাদি গোলযোগ।)

প্রমথ। বলি ও কানাবা কোথায় খুঁজছিস? ইঁ্যানে ও মোথবো, এই যে তোর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে? এই ট্রেমটা-আজ ফেল্ করাবি দেখছি। (নেপথ্যের দিকে) ওগো, তোমার বই ফই তেলের, শিশি ফিশি কি দেবে দাঁওনা—এতেই দিগে দিই; কোথায় গেলে গো? এস না—আমার হেল্ কর না হিরোল।

(এক খানি রাঙা তোবক মুড়ি দিয়া হিরোলার প্রবেশ)

হিরোলা। এই জুজুবুড়ী যাচ্ছে জুজুবুড়ী যাচ্ছে, তোমরা তন্ন পাওতো সন্নে যাও, হাঁউ মাঁউ খাঁউ।

প্রমথ। দেখদেখি, এই সময় ছেলেমানবী আরম্ভ করে

দিলে ! একে তো এই বেটারা সব সোলমাল কছে, তার উপর তুমি বৃষ্টি সং সেজে রং আরম্ভ করে দিলে ? টেন্ কেল্ হলে কিন্তু আমার দায় দোষ নেই ।

হিল্লোলা । বটে, একটু আতলাদ কচ্ছি তাঁও বৃষ্টি তোমার গায় সইলো না ? তবে আর আমি ছুছুকুড়ী সাজবো না, এই নাও—তোমার যা ইচ্ছে কর । ( তোষক ভূমিতে নিক্ষেপ ) মনে করেছিলুম বলবো আমার লেডি গাড়ীর সেই উপরকার কোলনার আঁক ভুলে দিও ; বেশ পড়ে যাব পড়ে যাব মনে হবে, অথচ পড়ে যাব না—খুব মজা হবে ; তা আর বলবো না ।

প্রমথ । তা না বলবে নেই বলবে, মোকাত একজনের শির্শি বই টই কই ?

হিল্লোলা । সব ও ঘরে ছড়ান রয়েছে ; আমি কাকুর সঙ্গে কথা কচ্চিনে,—কিন্তু গাড়ীতে পড়বার জন্তে দুএক খানা কি বই বাহিরে রাখবো ?—ওহো মনে পড়েছে মনে পড়েছে, সুরেশ মজুমদারের ‘মহিলা’ খানা নিই, ও খানা আমার কাছে কখন পুরণো হয় না ।

প্রমথ । নিজের পূজো কবে আর কার তা মনে হয় ?

হিল্লোলা । আর অমন পূজো কত্তে জানেই বা কজন ? শেখোগে শেখোগে—পড়ে শেখোগে, যাই আনিগে আনিগে । এই সরকার—I say বাক্য, ভাল্য করকে কাম করো, চিক্‌বস্ত সব ঠিক করো, বকশিস মিলেগা তলব হুনো হোগা ।

[ প্রস্থান ।

প্রমথ । Giddy Girl ! হাঃ ( দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ) চল্ গেলে আমার ঘর জাঁখার হবে । সেখেছো সেখেছো—কোন বেটা

হিন্দোলার হাথিকের (House wife) সঙ্গে আমার সিগার, কেশটা  
গুয়ে দিয়েছে। (হাস্য।)

(মথুরের চা-দানি লইয়া প্রবেশ)

মথুর। (টেবিলে টী-পট রাখিয়া) চা তৈয়ারি সাব্।

প্রমথ। থাক থাক; সোক এক বাক্স—ছুরী এক থানা—  
ফ্যান্ধর একশিনি।

মথুর। গাঁও সে বহু আয়ী থরচা মাংনেকা গিয়ে।

প্রমথ। বেটার যত নালিশ এই সময়; মারবো বেটাকে,  
কেরো। (প্রহারোত্তত)

(হলাহলানন্দধারীর প্রবেশ)

হলা। Blessings on this house of sin! সাধু-পাদ-  
স্পর্শে এই পাপ-পুরী পবিত্র হলো।

প্রমথ। কে আপনি?

মথুর। এই আবি যাও—যাও—নাটান যাও।

প্রমথ। হ্যাঁ আজ যাও—রোজ রোজ কেন? দেশের লোক  
ছুঃখে পড়েছো তাই কিছু দেওয়া গিয়েছিল; আবার রোজ কেন?

হলা। আপনার জুল হচ্ছে, আমিতো আর কখনো আসিনা।

প্রমথ। কি?—এট যে সেদিন বাঘ সঙ্গে এসেছিলো, আর  
এক দিন গয়লানী সঙ্গে এসে চার আনা নিয়ে গেছে। মোথরো  
চারটে পরসাদি দিয়ে বিদেয় করে দিগে যা।

হলা। Sir! you are mistaken; আমি সত্য সন্ন্যাসী—  
বহুজনী নই; They call me by the name of পরিত্রাজকা-  
পরমহংসা-হলাহলানন্দ ধোয়ারমী এলে ফেল।

প্রমথ। ওঃ বুঝেছি বুঝেছি; তা আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি

দেখতে পাচ্ছেন, মিসেস্ চৌধুরী রাজের টেনেই Calcutta  
যাবেন, some other day—another time.

হলা । তা আপনি কাজ করুন না আমার জন্ত ব্যস্ত হবার  
আবশ্যক নেই । I will make myself quite at home, per-  
fectly accustomed to it ; home everywhere—wel-  
come or otherwise—Master in or out ; আপনি কাজ  
করুন কাজ করুন, একি চা তোরেরী যে ? Steaming hot,  
with your permission—no thanks.

( বাটিতে চা দুধ চিনি ইত্যাদি ঢালিয়া পান করিতে করিতে )  
এটা দার্ক্জিনিং টী ! Growing one of the highest gardens,  
ব্যস্ত হবেন না ব্যস্ত হবেন না ।

প্রমথ । ওঃ দেখছি আপনি একজন চায়ের ভাল  
Connoisseur ।

হলা । ওঃ আমি চা কফি কোকো চকোলেট বেদনার  
আরক্ চিনির পানা লেমনেড এ সব মুখে মিলেই বলতে পারি ভাল  
কি মন্দ—আর কোথাকার তোরেরী ? I always insist on  
my hosts to give me the best of every thing.

প্রমথ । চমৎকার অভ্যাসতো ?

হলা । কত হইছে সবই জগতের জন্ত ! বৃক্শদেবের মান  
রাধবার জন্ত সিলোনের কফি খাই ; ইংরেজদের সঙ্গে আমীরের  
যাতে সস্তাব থাকে সেই উদ্দেশ্যে বেদনার আরক্ খাই , আর  
দেশের লোকের মুখের দিকে চেয়ে এবেলা ওবেলা চা খাই ।  
আপনি জানেনই তো—এই চায়ের কাজে কুলীগিরি ও অন্যান্য  
চাকরি দ্বারা দেশের কত লক্ষ লোক অন্নাতাবের হাত থেকে

বৈচে বাচ্ছে। আমি যদি চা না খাই—আর সকলেও খাচ্ছেনা চার ব্যবসা মাটি হবে, তখন কুলির পাল ভিক্ষে বা ডাকাতি কর্কে; আর চা বাগানের বাবুরা খবরের কাগজ লিখবেন বা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি কর্কেন।

প্রমথ। আর সন্ন্যাসীও হতে পারে ?

হলা। সম্ভব, কিন্তু একবার চাকরি টাকরি করে স্পিরিট দমে গেলে আমাদের মতন স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের ভাব আনতে পারবে না। রুটী মাখন এখানে সব আছে, আমি আপনাকে আপনি হেন্ন কচ্ছি; রুটীটা প্রেটাইটারণের মত কোথাও হয় না।

প্রমথ। তবে আমিও এক কপ্ নিরে নি।

হলা। Quite welcome!—আন্তন—এ আপনারই সব মনে করুন না। (চা প্রদান।)

প্রমথ। এ চা কি আপনার তত ভাল বোধ হচ্ছে না ?  
I always get my supplies direct from Calcutta.

হলা। কেন, আপনারের এখানে 'ইউলের টী' বাজারে থাকে না ?

প্রমথ। তা থাকে; তত্র টী—বনিয়া টী—সাত আনা আট আনা পাউণ্ড, সেও বেশ জিনিস। কিন্তু কি জানেন—আমাদের এখানে একটু position রেখে চলতে হয়, সাহেবদের ক্রবের মতন আমাদের ক্রবেও বিলিয়ার্ড টিলিয়ার্ড সব আছে, আর ওদের supply যেমন কলিকাতা থেকে আসে—আমাদেরও তাই। ওরা যেমন ইউলের Head Firm থেকে ১ টাকা পাউণ্ড Reids Tea আনান, আমরাও তেমনি তাই আনাই। সামান্য খরচের জন্য নিচু হতে যাব কেন,—কি বলেন ?



হলা। হঁ, আপনি এ বাঁকিপুরের বাঁরে কতদিন প্র্যাক্টিশ্ কচ্ছেন ? ( পুনরায় রুটী ও চা পান । )

প্রমথ। ও; আমি ১২৫ B. L. দিই, তার পর বরাবর এই-  
খানেই আছি।

হলা। হঁ, তার পর ? ( পুনঃ চা পান । )

প্রমথ। Thank Heaven, I am getting on tolerably well. আসল কথাটা আপনাকে বলি ; আমি যদিও অদৃষ্ট মানিনে, কিন্তু মিসেস চৌধুরী—বুঝেছেন ?—আমার স্ত্রী—বড় পয়মন্ত, Lucky as লক্ষী Herself. ( ইত্যাবসরে প্রমথের চা রুটী লইয়া স্বামিজীর ভক্ষণ । ) প্রথম বছর দুই কিছু কষ্টে পারিনে, কিন্তু হ্রিলিকে এখানে আনার পর থেকে—দেওয়ালি পোকা যেমন ন্নাঁকে ঝাঁকে আলোর উপর এসে পড়ে, মন্ত্বেলের পালও তেমনি আমার কাছে এসে ছুটতে লাগলো।

হলা। হঁ, তার পর ? বলুন বলুন—বড় interes-  
ting তো।

প্রমথ। তবে টাকা আদার কষ্টে জানা চাই ;—But I am gossiping away while my tea is getting cold ; I must be a fool indeed

( বহুর প্রবেশ )

রয়। Yes Sir ?

প্রমথ। ( নিজের অংশের চা ইত্যাদি না দেখিয়া ) Why,—  
আমার চায়ের বাটি কোথায় গেল ? রুটীও তো নেই ?

হলা। No thanks, don't mention ; ঠাণ্ডা হয়ে বাচ্ছিল

তাই আমি পরমাত্মাকে দিয়েছি। আপনি আবার নিরোধান না,  
এই ছোকরা বাবুকে চা চেনে যে।

বয়। (টী-পট নাড়িয়া) এতো হয়ে গেছে, কিছু কি আপনি  
আর বেথেছেন ?

প্রথম। আচ্ছা থাক আবার আনতে বল। Excuse me for a moment, I must look after my poor wife's baggage. (চেয়ার ছাড়িয়া গাঁঠরী ইত্যাদি নাড়াচাড়া)

বয়। Eat you cabbage Sir? তা আমি বয়েল কন্তে দিয়েছি।

হলা। All right, তবেতো আজ ডিনার বড়ই জাঁকাল হবে,  
Boiled cabbage পর্য্যন্ত যোগাড় হয়েছে; নতুন বাধা কপিতে  
ভারি উঁচ জিনিস।

প্রাথমিক। আপনি কি কপি বড় ভালবাসেন?

বয়স। সে কপিটে বড় ছোট আছে, দুজনেব হবে না।

হলা। দেখুন চৌধুরী সাহেব, যদি কপি ভালবাসি কি না  
 জিজ্ঞাসা করেন—তবে শুনুন; আমি সব ভালবাসি, ভালবাসিতেই  
 আমার জন্ম, ভালবাসাতেই জীপুত্র ত্যাগ, এই ভালবাসার জন্ত  
 বুড়ো মাকে কঁাদিয়ে কঁাদিয়ে অন্ধ করে দিয়েছি। আমি <sup>এস</sup>  
 ভালবাসি,—আলু ভালবাসি, সন্দেশ ভালবাসি, ক্ষীর ভালবাসি,  
 বেদানা আজুর, এক কথায়—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ~~ভালবাসি~~  
 শাখা প্রশাখা মূল কাণ্ড সবই ভালবাসি। কথাটা হচ্ছে—আমার  
 ভিতরকার নৃশংস আত্মা যখন যা চاہেন আমাকে তখন তা  
 দিতেই হবে; তা—*bag, borrow, steal or forge*; কবির  
 উক্তি—আপনার তো জানাই আছে।

বয়ঃ । হ্যা জুজুজী, এখন তো বেশ বাজনা ইংরেজী বলাহো,

তবে আমার সাথে তখন ফটকে কেন ওই সব কাঁকড়া মাকড়ী  
কং ঘং মস্তুর ঝাড়ছিলে ?

হলা । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্ত)—আপনার এই চাকরের সঙ্গে  
আমি সংস্কৃতে আলাপ করেছিলুম তাই বলছে । চাকর বাকর  
ছোট লোক অসভ্যেরা ইংরেজি বোঝেনা, ওদের কাছে সংস্কৃতে  
কথা কইলে তবে ‘সাধু’ বলে চিনতে পারে—একটু ভয়টর করে ।  
By the bye আপনার dinner hour কখন ?

প্রমথ । আটটার পর ; আপনি কি—কিন্তু রাত্রে আমরা  
একটু ইংরেজী রকম—

হলা । Oh ! quite my way. ডিনারের দেখছি এখনো  
ঘণ্টাখানেক দেরি আছে, ততক্ষণ খানচেরেক রোল আর গোটা  
পাঁচ ছয় আলু বয়েল আন দেখি ; আমার খ্যানের সময় হলো,  
এখন সমস্ত সংসার থেকে মন গুড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় ফেলতে  
হবে ; আর দেখ—যে কটা গ্রাণ্ডা বয়েল হয়েছে আনিস ।

প্রমথ । যা না—উনি যা অর্ডার কচ্ছেন এনে দে না ।

বয় । আপনার জন্তে কি একটু জল-সাবু বেনিয়ে রাখবো ?

প্রমথ । কেন বে ?

বয় । এই মাণিকপুরী ঠাকুর যে আজ এখানে ভোজন  
করেন ; আপনার খাবাব কি হবে তাই ভাবছিলুম ।

প্রমথ । তুই যা যা ।

[ ঘরের প্রস্থান ।

হলা । আপনি কি কার্লাইলের Santos Resartos  
পড়েছেন ?

• প্রমথ । না, আমি Pollock en Torts পড়েছি ।

হলা । আপনি একটা আশ্চর্য্য দেখেছেন ?—

প্রমথ । হ্যাঁ, এই আপনারা যে আলাপ নেই পরিচয় নেই, পরের বাড়ীকে দু মিনিটের মধ্যে নিজের ঘর দোর করে নিতে পারেন—বলতে কি নিজেই সব দেখে শুনে নেন, কর্তাকে আর কোনরূপ কষ্ট দেন না, এটা কি কম আশ্চর্য্য ?

হলা । একি আশ্চর্য্য দেখলেন ? আমার জীবনই আশ্চর্য্য ! এই দেখুন—আমি সংসার ত্যাগ করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন ? এ ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার ! কেবল লোককে সন্ধ্যা করাবার প্রবৃত্তি দেবার জন্ত ।

প্রমথ । তবে আপনার ও খাতা খানি বুকি চাঁদার ?—আপনার কি সঙ্কল্প ?

হলা । আশ্চর্য্য সঙ্কল্প ! কেবল বিশ্বের হিতের জন্তে আমি একখানা বড় বাগান প্রস্তুত কর্ণো, তার নাম হবে চাঁদাল কানন । সেখানে সকল প্রকার ফুলের গাছ থাকবে, যেখানে যত রকম মিষ্ট ফলের গাছ আছে সবই রোপণ করা হবে ; চারিদিকে ঝিল—সেখানে রুই মৃগেল কাঁকড়া কচ্ছপাদি জলচর জীব ক্রীড়া কর্কে ।

প্রমথ । সে বাগানে কি যে সে ঢুকে ফুল কল পেড়ে নিতে পারবে ?

হলা । না ; সাধারণের প্রবেশ নিষেধ । আমার উদ্দেশ্য আরও মহৎ,—অলি দল বিনা মূল্যে পুষ্পে পুষ্পে মধুগান কর্কে, বিহঙ্গমগণ বিমা ব্যরে পক্ক ফলে চঞ্চু প্রদান কর্কে, চিলগণ অবসর ক্রমে মাছগণে হোঁ মার্কে, আর মর্দর প্রস্তর নিম্নিত একটা কুসুম কুঞ্জে বসে আমি ধ্যান কর্কে । এই দেখুন না—রাজা ষথমলাল

সিং ৫৩৫ টাকা সহি করেছেন, মহারাজা কান্ধালীচরণ শুই ২৫০০, ডাক্তার বনমালী আড্ডী ২৩—এটা পেড়; এই থেকে ১০ টাকা একখানা ভারবী টাকিটে ইন্ডেট করা গেছে।

প্রমথ। আপনার সন্ন্যাসে লটারী খেলাও আছে দেখছি বে ?

হলা। এ জগতই লটারী—সুখতি ক্ষেত্র মাত্র। বিশেষতঃ আমি যা করি তা একেবারে নিকামী হয়ে করি; এই যে ইউল কোম্পানির কথা হচ্ছিল, তাঁদের একপ্যাকেট চা কিনে ফেলে-ছিলুম; লাগবিত্তো লাগ—আমার নম্বরই উঠেছিল; একেবারে এক পরসাদ দিয়ে ৫০ টাকা!—নিকামী হবার ফল দেখুন; আপনাব—৫২৫ টাকাই ফেলি—কেমন ?

প্রমথ। সে কি মশায়—আমি অত টাকা কেন দেব ?

হলা। আহা বুঝুন মহাশয় আমার কথা। আপনি হচ্ছেন এখানকার Rising Pleader, আপনাব উপব হিংসেও অনেকের আছে, অসুখকরণ কর্তার ইচ্ছা জুনিয়াদের ভিতরও কম নয়; আপনার বেশী টাকা সহিটে দেখাতে পাল্লে আব দশজনের কাছেও কিছু বেশী বেশী পাওয়া যাবে। শুনুন, আপনি দেবেন ২৫—কিন্তু সহিটে করুন ৫২৫।

প্রমথ। সেটা কি রকম ভাল ব্যবহার হবে কি ?

হলা। ধর্ম্যেব জত্ব।—ধর্ম্যের জত্ব প্রাণ বিসর্জন কত্তে হয়—এতো একটা মিছে কথা বই নয় ? You will die a Martyr. আর দেখুন আমার কাজে আর পাপ নেই, আমি সমস্ত হাবি-কেশকে অর্পণ কবেছি।

প্রমথ। তবে চাঁদা আদায়টা নিজের ঘাড় রেখেছেন কেন ?

হলা । আহা প্রেমময় আমার লোকের পাপের বোঝা নিতেই ভালবাসেন । Resolution, move, second support করে ঠিক করে গেছে, যে মানুষ যত বন্দ কাজ করছে ভগবান তার দারী ; ভাল কাজ যদি কিছু থাকে, তবে তার জন্তে বাহাদুরী মানুষ নিজেরই নিতে পারবে । আমি কে তা জানেন ?

প্রেমথ । আগে কোথাও চাকরী কতেন নাকি ?

হলা । উঁহ সে কথা নয়, আমি কে এসেছি তা বোঝেন ? এই শুভুন—কাণে কাণে বলি, ( নিকটে গিয়া উচ্চকণ্ঠে ) আমিই শঙ্করাচার্য্য ।

প্রেমথ । সেকি ?

হলা । “সাধকস্ত হিতার্থীয় সম্ভবামি যুগে যুগে” বুঝেছেন ?—  
“দয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন” বুঝেছেন ?—“নলিনী দলগত জলবৎ  
তরলং” বুঝেছেন ?—“মণিবজ্র সমুৎকীর্ণো” বুঝেছেন ?—“কশ্চিৎ  
কাস্তা বিরহশুষ্কণা” বুঝেছেন ?—তাই আবার ধরায় আসা ।

( কতকগুলি পুস্তক হস্তে ছিন্নোলায় প্রবেশ )

হেলোলা । চাই বই—বই নেবে গো ?

মাছে পোকা এক পরস্য,

কলে সাপ এক পরস্য ;

পদ্মমণি কলে খুন

এমনি তার বঁটার গুণ ?

তারির বই বেচছে মহেশা,

নগদ দাম—এক এক পরস্য ॥”

( হঠাৎ স্বামীজীকে দেখিয়া পুস্তকগুলি ভূতলে নিক্ষেপ । ) ওমা  
কে রয়েছে যে গো । ( পলায়নোদ্যম । )

প্রমথ । যেওনা যেওনা—ইনি সন্ন্যাসী, বলতে গেলে তোমারই Special অতিথি, এঁর সামনে তুমি আসতে পার ।

( অর্দ্ধাঘণ্টনাবস্থায় হিল্লোলার পুনঃ প্রবেশ )

হলা । মা ভৈঃ । ( হিল্লোলার প্রণাম করণ )

প্রমথ । উনি আপনাকে প্রণাম কচ্ছেন ।

হলা । আমি কামিনীর প্রণাম গ্রহণ করি না ।

হিল্লোলা । আপনি কে ?—আপনাকে যেন চিনি চিনি ; আপনি কি—আর একবার কথা কন দেখি, বাঙ্গালা বলুন ।

হলা । কিং ভাবয়ামি ? আমায় চেন বলছো—আমায় চিনবে কি ? আগে গীতা পড়, কাদম্ববী পড়—শঙ্করভাষ্য পড়, তবে আমায় চিনবে । চিনতে যদি চাও—তবে ভক্তি যোগ কর—বাজ যোগ হটযোগ—

( কটী ইত্যাদি লইয়া বয়েব প্রবেশ )

বয় । এখন জলযোগ কর, এই রইলো কর্ত্তা ।

[ শব্দান ।

হলা । আচ্ছা ; আপনি ইংরেজী গীতাটা আপনার স্ত্রীকে ভাণ করে বুঝিয়ে দিবেন । ( টেবিল হটতে কটী আলু লইয়া ভক্ষণ । )

হিল্লোলা । হ্যাঁ তাই—নিশ্চয়ই তাই—আপনি আমাদের সেই হলধব ? আমার পিসীমার বাড়ীব কাছে—মনে নেই ? আমবা যখন একবার অনেকদিন সেখানে ছিলুম, তুমি মেজদির সঙ্গে থেলা কত ? আমি সেই—

হলা । তুই সেই হিলি ?

প্রমথ । Sir আপনি কচ্ছেন কি ?—ডামোজের চার্জে পড়ছেন যে ? Not so familiar please, and before her

own legitimate husband ; you know she is my property—personal and real. এ বড় অভ্যাস ! সন্ন্যাসী আছেন সন্ন্যাসীই আছেন, তা বলে পরের স্ত্রীকে তুই মুই ? হিলোলা থেকে—হিলি ? একি ?—২৫০০০, পঁচিশ হাজার টাকা ডায়মন্ড হতে পারে ।

হিলোলা । রাগ কচ্ছে কেন ? তোমার কাছে ওঁর গল্প কত করেছি—মনে নেই ? বলতুম না যে শাঁখারিদের হলো সন্ন্যাসী সেজে বেরিয়ে গেছে, এখন তার খুব ভাল সময় হয়েছে ।

প্রমথ । ভাল সময় হয়েছে ? টাকা জমিয়েছেন ?—তবে তো gentleman দেখছি ; Your hand please ( কর মর্দন করিয়া ) আম্মন আম্মন—বন্মন ভাল করে, হিলি বসো । ( সকলেব উপবেশন ) Excuse me, আমি একক্ষণ আপনাকে ordinary সন্ন্যাসী মনে করেছিলুম ; তীর্থে তীর্থে ঘুবে বেড়ায়—গাছতলায় শোর—ছুটো একটা ইংরেজী বুঝি pick করে নিয়েছে ; তা নয়—টাক আছে ! You are a man of substance—ভদ্রলোক ! তাহলে সত্যি আপনি কার্লাইল পড়েছেন ? upper societyতে introduce হবার উপযুক্ত লোক ।

( ডাকের চিঠি ও খবরের কাগজ লইয়া ঘরের প্রবেশ )

বয় । সাঁজের ডাক আজ মেরিতে পৌছেচে সাহেব ।

প্রমথ । ( খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ) না, লড়াইয়ের খবর বেশি কিছু নেই । নিউজিল্যান্ডে এবার বেশ বৃষ্টি হয়েছে, কাম্বাটাকার একটা লোক Suicide করেছে ।



বয় ? এ সব কথা জরুরি খবর নাহেব, কাগজওয়ালারা বেঁ  
বেছে বেছে বার করে এটা বাছাইরী ।

হিল্লোলা । হলা দাদা ওদিক থেকে বালালা কাগজের মোড়ক  
গুলো আমার দাওনা ।

হলা । এই নাও ; কিন্তু আমাকে আর দাদা বলে ডেকোনা  
এখন থেকে স্বামী বলো ।

হিল্লোলা । হিঃ ।

প্রমথ । What before my face ?—

হলা । দেখুন আমরা harmless স্বামী, কেননা—আমি  
কামিনী কাঞ্চন কণ্টকী কানুনী কষ্টবোধ কর্ত্ত শোধ ।

হিল্লোলা । থাক, এ খানার আর কোন মজা নেই ; এইবার  
‘সুবচনী’খানা দাওতো হলা দা—স্বামী ।

প্রমথ । ‘জী’টে বল, স্বামীতে নিমেন ‘জী’টে জুড়ে নাওগো ।

হিল্লোলা । একি !—কবিতাটার মানে কি ? ‘সুবচনী’ যে  
দেখছি “কটাক কামড়ের” চেয়েও বাড়িয়ে উঠলো ; নাম ধরে  
গালাগাল ! আমার নামে লিখেছে ।

প্রমথ । We are extremely glad to learn that  
the vacancy caused in the Port Commissioner's  
Office by the untimely death of Babu—

হিল্লোলা । রাখ রাখ তোমার পড়া রাখ, আমি একটা শিউরে  
উঠলুম—তা বুঝি বাবুর খবরেও এলোনা ? অবশ্যই ‘সুবচনী’র  
এ কবিতাটা আমাকে গাল দিয়ে লেখা ।

প্রমথ । আরে রাম রাম, ও গুলো পড়েই কাজ নেই ।

হিল্লোলা । তা বলমে বই কি ? যদি তোমার কোন মকে-

লের পরিবারকে কাগজওয়ালারা এই রকম গাল দিত, তাহলে  
এখনি তার ঘাড় ধরে কাছারি টেনে নিয়ে যেতে ; আমার কাছে  
ফি পাবেনা কি না ?

প্রমথ । কি হয়েছে ? লেখাটা কি—তাই না হয় শুনি ?

হলা । শুনবেন কি ? আমি আগেই পড়ে ওর ব্যাখ্যা বুঝে  
নিগেছি । ভয়ঙ্কর Defamation । ( কাগজ লইয়া পাঠ )

“প্রথমে ব্যথিতা বামা ধরি পতিকর ।

শুনাইছে শঠ নট কোকিলের স্বর ॥”

হিলোলা । না দাও—আমিই পড়ি, তুমি ঠিক feeling দিয়ে  
পড়তে পারবে না । ( পাঠ । )

“প্রথমে ব্যথিতা বামা ধরি পতি কর ।

শুনাইছে শঠ নট কোকিলের স্বর ॥”

হলা । প্রমথ উল্টে ‘প্রথমে’ ; স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ‘ব্যথার’ কথাটা  
ঘল্লা বড় অশ্লীল । আপনাকে শুধু ‘শঠ’ বলেনি—আবার ‘নট’ !  
কি না—Actor, যাকে যার যা ইচ্ছে বলতে পারে । আর ‘কোকিল’  
বললে যে ‘উকীল’ বোঝায় তা আর আপনাকে বলে দিতে হবে না ।

হিলোলা । “বলে পিক কানে মোর ঢালে হলাহল ।

আমারে কঁদাতে নদী কঁদে কলকল ॥”

হলা । ওঃ, ‘হলাহল’ ?—এটা আমাকে । আচ্ছা আমার  
শালা নন্দরাম বন্ধু High Courtএর Attorney, Rising Cri-  
minal Star of the High Court. দেখে নেব ।

হিলোলা । “পাটনী বিহীনা তরী কে দেয় পাহারা ।

বিচরি হিলোলে ছলি যেন আত্মহারা ॥

হলা । এই যে, ‘পাটনা’ও আছে, ‘হিলোল’ও আছে ।

হিল্লোলা। “নিঃশ্বাস হিল্লোল তুলি কেঁদে ভাসে বালা।

আলু খালু কেশগুলি মুখ যেন জালা ॥

দেখেছো দেখেছো, মুখ যেন—“জালা”। আমি হাঁড়ী মুখী উম্মন  
মুখী নই—‘জালা মুখী’। কেন ‘বালা’র মিল কি কালা মালা  
পালা—

হলা। হালা শালা—

হিল্লোলা। “পূর্ব কথা মনে মনে হইল স্মরণ।

বালিকা কলিকা যবে—না ছিল যৌবন ॥”

শোনগো—ও বড় ভালমানুষ বাবুটী, আমার যৌবন চৌবন ছিল  
না, তোমার দৌলতে হয়েছে।

“কত ছিল সখা সখী বৌ বৌ খেলা।

অচেনা বিবহ ব্যথা প্রণয়ের মেলা ॥” (ক্রমশঃ)

হলা। উঃ কি অগ্নীল—বৌ বৌ খেলা!

হিল্লোলা। আর শুধু সখা সখী নয়—‘অচেনা’ লোকের জন্তেও  
আমার ‘বিবহ’ হতো গো। (দীর্ঘশ্বাস ও হলাহলানন্দর ওহোঃ  
আহা হরি বোল উঃ উঃ ভয়ঙ্কর! ইত্যাদি ভঙ্গী করণ।)

হলা। Downright Defamation! Absolutely  
Horrible! Perfidy in Poetry! Moral Suicide—  
Homicide—Infanticide—Fire-side—Bed-side!

হিল্লোলা। নাও শুনলে—কি বুঝলে?

হলা। বুঝতে কি ঠিক বাকি আছে? দেখছেন না, একেবারে  
Struck dumb—কাঁ বোবা হয়ে গেছেন! মোদ্দাৎ এ কখনই  
Tolerate করা হবে না; আমি যে বড় নিপু-ত্যাগকারী-মথেকা-  
চারী সন্ন্যাসী, এ পড়ে আমারই শোণিতের মধ্যে পিনাল কোড

সেনস কোড তরঙ্গায়িত হবে উঠছে । “অন্ত পরে কা কথা—কাকত  
পরিবেদনা ।”

প্রমথ । কই আমি তো কবিতাটায় মানহানিকর কিছুই  
দেখলুম না, মানেই কিছু বুঝতে পারলুম না ।

হলা । সেই টুকুতো ওদের মজা ; খুব গালাগাল দেয়—অথচ  
কিছু মানে বোঝবার যো নেই । লেখকের নাম পাই আর না  
পাই, এডিটারকে responsible কর্কোই কর্কো ।

প্রমথ । দেখ, স্বামীজীতে তোমাতে মিলে অনেক করে  
একটা ব্যাখ্যা কল্পে বটে, কিন্তু এইটে ঘাড় পেতে নিয়ে কেঁচো  
খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বার করা কি ভাল ? আমি নিজে উকীল—  
জানিতো ? Cross-Examineএ খামোকা কতকগুলো ঘরের  
কুংসা বার কর্কাব সুবিধা পাবে ।

হিলোলা । কেন আমাদের জীবনে এমন কি অত্যাশ কথো আছে,  
যে প্রকাশ কল্পে লজ্জা হবে ? বেশ আমি কলকেতায় ঘাব না ।

প্রমথ । না যখন উদ্যোগ হয়েছে, তখন যেতেই হবে ; আমি  
কেমন একটা Love-Scene play কর্কো সাধ করে রেখেছি ।

( গীত )

কত সাধ ছদি চাঁদ করেছি মনে ।

দিব বিদায় তোমায় প্রেম ফ্যাশানে ॥

শোভিত টীপ বিন্দু, দেখিব মুখ ইন্দু,

তিলেক তরে হইয়ে হিন্দু, ‘দুর্গা দুর্গা’ বলিব বদনে ॥

মধুব বাসস্তিবেশে, দাঁড়াবে লো এলোকেশে,

আমি মিলাব নয়ন ঐ দুটি জলভরা নয়নে ॥

করিণ কিছু আনিতে ভুল, তুমি বাধাবে মহা ছলছল,

আমার মরমে—প্ল্যাটফরমে

হানিবে লো আঁখিশূল তুমি ঘনে ঘনে ॥

প্রেমে হয়ে গদ গদ, ধরিব আরাধ্য পদ,

লব মুখ-কোকমদ এ হৃদয় হ্রদে ;—

আদরে অধরে লব ওহো বিদায় চুম্বনে ॥

হিলোলা । আব ভালবাসায় কাজ নেই ।

( গীত )

যা যা—ছিঁড়ে যা প্রেম ফাঁশ ।

পতি হয়ে দেখে যুবতীর মান নাশ ॥

যে যেখানে যত আছে সম্পাদক,

মানহানিকর ভেরিনিদাদক ;

ফক্কালেখক ঢকাবাদক ওগো কলমে কর সর্বনাশ ॥

গালি দাও লিখে গদ্য পদ্য, বধ বধ বালা চৌদ্দে অদ্য,

হামিয়ে সহিবে, তুড়িতে ওড়াবে, মম পতি এমে পাশ ॥

বল বল বল যত পার খুসি,

শাস্ত্র-মতি পতি মারিবে না ঘুষি ;

পড়িয়ে পাঠক গড়িয়ে পড়িবে পিটিতে পিটিতে তাস ॥

হলা । আপনাতা যে দেখাছ গানটান গেয়ে ভাব করে আসল কথাটা চাপা দেবার উদ্যোগ কচ্ছেন ; কিন্তু আমার শালা নন্দরাম বন্ধু বলেছেন—যে একটা নতুন Defamation case দিতে পাল্লেন তবে আমার ‘হলাহল কাননেব’ জন্ত ১০০ টাকা চাঁদা দেবেন ;

এ ধর্মকার্যে প্রতিবন্ধক হওয়া আপনাদের বড় অজ্ঞার । “উঃ কি ভয়ঙ্কর ! “পাটনী—” “তরী—” “হিলোলা—” “অচেনা বিরহ” ।

হিলোলা । আর মুখ যেন ‘জালা’ ? আচ্ছা তুমি কিছু কর না কর, কলকেতার তো যাব ; মেজদিদির স্বামী শুনেছি “অবতার” হয়েছেন—অনেক গীলা দেখাচ্ছেন ; আগে আমার এই কলকভঞ্জন তাঁকে দিয়ে করাব ।

প্রমথ । এই নাও, এই বাব তোমার হরিনামের বুলি থেকে শুদ্ধির বুলি বেরুচ্ছে ; ও “অবতার কবতার” বিশ্বাস টিখাস গুলো ছেড়ে দাওনা ।

হলা । তাহলে কি আপনি বলেন—আমি ‘শঙ্করাচার্য্য’ নই ?

হিলোলা । শোন, তোমার বিশ্বাসে অবিশ্বাসেতো কিছু কাজ হবে না ; আমার বিশ্বাস যে মেজদিব স্বামী বিষ্ণুর অবতার না হলেও তিনি যে বুদ্ধির অবতার, তাব আর সন্দেহ নেই । ভোবে কলকেতার পৌছেই তাঁর বাসায় গিয়ে পায় আছাড় খেয়ে পড়বো ; তাঁর দ্বারা আমার কলকভঞ্জন হোক বা না হোক মান-রক্ষা যে হবে সেটা নিশ্চয় ।

প্রমথ । ‘সুবচনী’র সম্পাদকটা কে ?

হলা । Oh ! I know him a dare-devil fellow, কাকেও গ্রাহ্য করে না ; এই জন্তেই লোকে তাকে ‘বাক্য বিষয়দ’ নাম দিয়েছে ।

( নেপথ্যে ডিনারের ঘণ্টা ও বয়ের প্রবেশ । )

বয় । টেবিলে খানা দেওয়া হয়েছে ।

প্রমথ । ডিনারটা নেওয়া যাক ; হিলি তুমিও যাও কিছু মুখে দিয়ে এস ।

হিরোলা । তা থাকি, কিন্তু আমার কলহভঞ্জন ?—

( গীত )

প্রমথ । বলেছে ঋগ্জন গগ্জন আঁখি,  
কে বল আর বলতে থাকি,—  
(আমায়) তুমিই দিতে পার ক'কি,  
সোহাগী জাননা কি ?

হিরোলা । তবে অপমান সয়ে থাকি,  
এ কলহ অঙ্গে মাখি ?

বর । ভিনারে দেব চা কি ?  
ঝলসে দিছি দুটো পাখী ।

প্রমথ । চোপ বেয়াদব গোস্তাকি ?

বর । না না ওঠাব এসব জিনিসটা কি ?

প্রমথ । হাঁ হাঁ হাঁ—তাই—তাই—তাই—

[ বর বাতীত সকলের প্রস্থান ।

বর । Yes Sir thank you, now good bye.

[ প্রস্থান ।

# দ্বিতীয় অঙ্ক ।

## প্রথম দৃশ্য ।

গলারামের অন্তঃপুর ।

বড় বৌ ও হিন্নোলা ।

বড় বৌ । কে জানে বোন—লোকের ভোঁ বগছে শুনে পড়েছো, নিজের চোখেও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাব দেখতে পাই । ৫ কর যিনি হাঁসের ডিম দিবে না বাঁধলে নিমকোলের পাথর খেতে পারেন না, আজ তিন তিন মাস ঐ রাত্রে বা একটু ঘা খান, তা ছাড়া আর মাংসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই । মানুষ ৫ । কি ভাই এটা পারতো ? আর তুই গুনিসনে—ছেলেবেলা একজন গণক আমার হাত দেখে বলেছিল যে তোমাব স্বামী একটা অবতার হবেন । সে বাই হোক, তোব একখানা চিঠি একদিন আগে আমার লেখা উচিত ছিল, একখানা ঘর টর বেশ ঠিক করে রাখ-তুম এখন কোথায় বসাই তার ঠিক পাচ্ছিনে ।

হিন্নোলা । প্রথম যে আমার কলকাতায় নেবেই ববাবর জাগুলে যাবার কথা ছিল, তারপর সন্ধ্যাবেলা ওই হতভাগা কাগজ খানার সেই পরাবটা পড়েইতো আমার বাগ হলো, তাদের বাড়ী এসে একটা হেস্ত নেস্ত করে যাব প্রতিজ্ঞা করলাম । আমার ঘর টর ঠিক কত্তে হবে না, আমি এখনি আমাদের শিমলের বাড়ীতে যাব, সেটখানে জিনিস পত্রটত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি, থাকবাবস্ত বন্দোবস্ত কবেছি । এখন মেজদিদি চল—সিদ্ধিমশায়কে



যলে অম্মার কলঙ্ক রটনার বাতে একটা প্রতিনিধান হয় এখনি করে বাণ্ড।

বড়-বৌ। রোস রোস এখন না; এখন গেলে দেখবি অনেকটা লোজা মানুস, হয়তো তোর কাছে স্বীকারই করেন না।

হিলোলা। ইস, আমি 'অবতার টবতার' ভুতটুত সব দেখলেই চিনতে পারি, ওইখান থেকে ওইখান বইতো নয়—অনেকবার গয়ায় গিয়েছি সেখানে ভুতের আড্ডা।

বড়-বৌ। বলিসনে ভাই ভয় করে, এমনতেই উনি কাছে এলে কেমন গা ছম ছম করে। আচ্ছা হিলোল। ভুইতো এত বইটাই পুঁথি-টুঁথি পড়িস, বল দেখি—স্বাস্থ্য 'অবতার' হলে বাঁচেতো? আমার যে কপাল,—কেউ হতে হতে বলরাম হয়ে গিয়ে না যৌকেন।

হিলোলা। ও মেলদিদি সে ভয় নেই, দেখিস—অক্ষয় অমর হবেন; আগাদের পিসিমাদের বাড়ীর কাছে সেই হল—যে মাঝা-মাঝি 'অবতার' হয়েছে, তাকেই দেখলুম আগেকার চেয়ে তার এখন দিবি শবীর হয়েছে—আর খেতে যে পারে।

বড়-বৌ। তা এঁরাও ভাই; এঁর আশাটা বেশী—হজম কত্তে পাবেন না, কিছু ঠাকুবপো যে ভাই মালপো খায়। এই এক আশ্চর্য দেখ ভাই, গ্রাথে একটু প্রেম না হলে কি ভাই মাতুষে ঐ চেলবগুড়িব মালপোগুলো দেড় সের দুসেবু খেতে পারে? আর ভাই ভক্তও অনেক জুটেছে, আবাব শুনছি নাকি বোধাই থেকে মাদ্রাজ থেকে মূর্শিদাবাদ ঘাটাল আরও কত কত যারগা থেকে চিঠিতে টেলিগ্রাফে সব ভক্ত হচ্ছে, অনেকে প্রণামীও দিচ্ছে;—কে জানে বোন নিতে আছে কি না? আমি ভাই সেই দত্তে কপালে ঠেকিয়ে লোহার সিঁড়কে তুলে রেখে দিই।

হিল্লোলা । প্রণামী নেন ?—তবে বেশ ।

বড়-বৌ । সবার কাছে নেন না—যার উপর কৃপা করেন ; উপযুক্ত প্রণামী হলে তার টাকার কড়ে আত্মলটী ঠেকান ; ঠাকুরপো সব তুলে টুলে রাখেন, তিনি ও সব খবরও রাখেন না ।

হিল্লোলা । তবে ভাই চল, আমি কেঁদে কেটে পারে আছাড় খেয়ে পড়বো, কৃপা কন্তেই হবে । আমার স্বামী ভাই কাপড়ে চোপড়ে সাহেব—ভিতরে নন ; তবে উনিতো অন্তর্যামী, আমাব অপরাধ কেন নেবেন ?

বড়-বৌ । ওরে বল্লম যে এখন না ; আজ সব ভক্তেরা এসেছে এখানে ছানার দালনা দিয়ে মোছব হবে,—তাহলে আজ নিশ্চয়ই সেই রকম ভর হবে । ওঁরা বলেন ভাব—কিন্তু সেটা ভব ; সেই সময় গিয়ে যদি কেঁদে কেটে পড়তে পারিস, তবে কৃপা হতে পাবে, তোর কলঙ্কভঞ্জন উপায় হয় ।

হিল্লোলা । তা পড়বো ভাই ; কখন ভর হবে আমি টের পাব কেমন কবে ?

বড়-বৌ । চলনা, আমবা বৈঠকখানার পাশেব ঘব থেকে খড়খড়ির ভিতর দিয়ে দেখবো তখন ; যদি তেমন তেমন হয় তোকে টিপে দেব, তুই অমনি গিয়ে পারের কাছে পড়বি ; আজ শুনেছি আবার করমিস্কিয়া না কি হবেন !

হিল্লোলা । তবে চ ভাই, এর একটা বিহিত কবে তবে আমি শিমলেশ যাব , আর দেবি করিসনে, তোর বাড়ী এসে ‘অবতার’ কাছে আসছে আসছে মনে করে বুকটার ভিতর কেমন কচ্ছে ।

[ উভয়ের অবদান ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গয়াবামের বাটী ।

গয়াবাম, দর্পনারায়ণ ও ছকড়ি ।

গয়া । দর্পাব ।--উঃ—আহা হা—আবাব যে শরীর ধারণ করে  
ধরায় এলুম, দেহে এত ক্লেশ বহন করুম ।

ছকড়ি । নিশি ব্যাণী, আব ফাউল হজম কর্কাব প'বশ্রম ।

দর্প । আবে চুপ দাও, জুটো ভক্তির কথা শুনতে দাও ,  
ভক্তেরা আসছে—একটু প্রেমাবেশ আসা চাই ।

গয়া । আহা হা হা—দর্পরে । দেখ আমাব কম্পন হচ্ছে ।

ছকড়ি । কি বড়দাদা কিছু রকম হবে নাকি ? পাখা জলটল  
এনে রাখাবো ?

দর্প । কি—দশাব কথা বলাছা ? লীলাময় উনি, ওঁর যদি  
সে ভাবে উপস্থিত হবার বাসনা হয় থাকে, তাহলে পাখা জলে  
কি কর্কে ছকড়ি ? ওঁর প্রগমাণা নাম ওঁকেই শোনাতে হবে ,  
দেখনি, বৈষ্ণাববা কীন্তন কহে কহে যদি দেখে যে কারুর  
দশা লাগে, তাতলে সেই শানিব একটা প্রেম মাখা পদ তার কর্ণে  
কাছে বার বার গায়, এবং নাম শোনাতে শোনাতে খোল কর  
জালিব ধ্বান কাব তাওব নৃত্য কহে থাকে , তবে দশা-পাপ্ত  
মহাজন চৈতন্তলাভ কবেন । যদি কখনো কারুর সেবাব দেখে,  
'গয়াবাম' নাম শুনিও, দেখবে কি আশ্চর্য্য ফল ! এ তোমার  
শ্বেলিং মন্ট ভিনিগার ফিনগারবব কাজ নয় ।

ছকড়ি । ছোট দাদা ! আজ একটা জ্ঞানের মত জ্ঞান দিলে  
ঘটে, আমাদের গুটিতে কখনো ও রোগ ছিলনা ডাই ; সেজ-

গয়া। আহা! এবার এই ছোট ছোট দাঁতকটা নড়ছে,  
চালভাজা গুঁড়ো করে খেতে হচ্ছে, আর সে কষ্ট বুকের কথা!—  
মস্তে মেদিনী বিদীর্ণ করেছিলুম। কোথায় গেল আমার সে মনোহর  
বরাহরূপ! (চক্ষু মুদ্রিয়া বিভোরভাবে উপবেশন।)

(ভক্তগণের প্রবেশ)

ভক্তগণ। (জান্ন পাতিয়া) শ্রীপাঠে প্রবৃত্ত! প্রভুর চরণে  
প্রণাম! ডেপুটী প্রভুর চরণে প্রণাম! দরজা খোলা কড়িকাঠ  
তোমরা কোন মহাজন—কি ভাবে এসেছ, সকল চরণে প্রণাম!

১ম ভক্ত। আহা একি দেখি!—প্রভু কি ভাবে বসে আছেন?

দর্প। চুপ চুপ অনেক ভয় কথা বেরুচ্ছে, আর কথা ব্যক্ত  
হচ্ছে, আমি নোট করে রাখছি এই সব নিয়ে শ্রী পাঠ হবে।

গয়া। ওরে ভক্তগণ এবার আমার কি ধরায় আসা  
জানিস—কি জন্তু ধরায় আসা?

ছকড়ি। একেলা মানুষ দত্ত রকম ভোল বা হ পার তাই  
জীবকে দেখাবার জন্তু—আর কি?

(গীত)

আহা তুমি বহুরূপী—তুমি বহুরূপী।

(আমি বলি চুপি চুপি বলি চুপি চুপি।)

(আহা জানবেনা শুববেন, ফুটবেনা কেউ।)

তুমি ভেঙ্কি দেখালে কন্কি লাজিয়ে,

য়েচ্ছ নিধন দোকাঠি বাজায়ে,

কাজ কি কাজিয়ে আখেরে বুঝিয়ে

পটল বলিলে কিসেটা ভাজিয়ে,

ডেক্‌চি মাজিয়ে মালসা যাজিয়ে

তুলিলে নতুন ঢেউ ।

( বলি চুপি চুপি বলি চুপি চুপি )

( আহা জানবেনা শুনবেনা ফুটবেনা কেউ )

সকলে । বলি চুপি চুপি । ( ইত্যাদি )

গয়া । আহা কি করছে ? ছকড়ি বেজিকপনা করে গান বজছে  
ঈতে ধুরো ধর কেন ? শোন বড় গুঁড় রহত, আমি একা আদিনে—  
দর্প এসেছে, ঠুর গোপনে আসা বাওয়া আছে আর ছকড়ি  
এসেছে, আহা ওকে সেই মানস-সরোবরে অঙ্গরারা আদর  
করে মধুকর্ষ বলে ডাকতো—ওর সেখানকার নাম বাঁটুল  
বাহন । তারপর এসেছেন আমাদের বড়বো, তিনি একজন  
মহাজন ।

ছকড়ি । সেটা কি দাশা বড়বোমিদির পদাবলীর জোরে  
বুঝতে পেরেছেন ? উনি যদি মহাজন হন তাহলে আপনিতো  
খাতক ; বুঝছি, মহাজনের পদাবলীর তাড়া না পেলে খাতকের  
কি লাড় হয় ।

গয়া । ছকড়ে—মধুকর্ষ ! বিজ্ঞপ নব্বয়ে বিজ্ঞপ নয় ; আমি  
খাতকইতো বটি ! ছকড়ি ধরনাছে—

( স্বরে )

বটি বটি বটি খাতকইতো বটি ।

( ঐ জন-রঞ্জন খঞ্জন-গঞ্জন ভব-ভয়-ভঞ্জন

মহাজনের খাতকইতো বটি )

ছকড়ি ধরনাহে, এ পদাবলীটী প্রেমভাবে রচনা করেছিলুম তোমারতো জানা আছে ।

ছকড়ি । দাদা ! তোমার প্রেম ভাবটা আর আমার জানা নেই ? তবে আমার গলায় এখন ভাবটা আসছে না, একটু জমে আসুক না, একটু তব্ব কথা চলুক ।

গয়া । কি বলছিলুম শ্রবণও হয় না ; ওরে আমি জীবাধম !—  
ভুলাদপি লঘু ! ভক্তগণ তোমরা আমার কৃপা কর, আমার নাগরকে এনে দাও, এই যমুনা রাজ্যে জ্যোৎস্না জলে বাঁশরীতলে আমি সেই মধুর কদম্ব বাজনা শুনেছি ; আর যে থাকতে পারিনে । এই দেখ কালভূজঙ্গিনী বেণী ফুলে ফোঁস ফোঁস কচ্ছে ; আহা-হা মরি মরি সেই লীলাচলে দেখা হয়েছিল, আমার ছুটি বেগুন দিলে, তার আগে একদিন কৈলাসে বসে গুরু—ভাই শিব আমি মেনকা গণেশ-মণ্ডল ছোচন ময়রা একত্রে দাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজনে বসেছি ।

ছকড়ি । কেন সেদিন কি মার বাগের শ্রাদ্ধ ?

গয়া । ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে ।

ছকড়ি । আর চাঁদা বেটা নন্দী সঙ্গে পাতে গরম গরম খিচুড়ী আর নোনা ইলিসমাছ ভাজা দিয়ে গেল ।

গয়া । ছকড়ি ! খিচুড়ী আর নোনা ইলিসমাছ হইল কক্ষার অগ্নি থাকলে কি আর অবতার হয়েছে ? শিব অবশ্য হবিশ্চি কল্লেন, আর আর সকলে লুচি খেলে পাঁঠাও খেলে ; আমি তখন লাল গুঁড়ো খাই ; বিজয়া একটু বালি করে দিয়েছেন—মেলিন্স্ ফুডের সঙ্গে দু'এক চামচে মুখে দিচ্ছি, এমন সময়—

ভক্তগণ । আহা আহা মরি মরি ! প্রভু আমার কত কষ্ট সহ করেছেন—বালি খাচ্ছেন ।

( গীত )

যে বদনে—আহা যে বদনে সাজিত ভেঁপু ।

সে বদন—চাঁদবদনরে ! দেয় বালির বাটীতে ফুঁ ॥

( যে বদন যে বদন )—

যে বদন কবে আশ্বাদন, যুবা-বাবুজন রসনা-রঞ্জন,

চানা-চর্ব্বণ-পটু মেঘের মটন,

একি অঘটন, তার কিসের অনাটন ;—

মন বুঝতে নারিণি, খান স্মৃতি কি বালি

মোদের গয়ারাম প্রভু !

(মোদের গয়ারাম—প্রভু গয়ারাম—মোদের গয়ারাম ।)

শ্রীদাম শ্রীদাম । ঐ যায় ঐ যায়, ধর ধর । (ভাবাবেশ  
হওন) ।

ভক্তগণ । কি কি—একি হলো !

দর্প । হযেছে হগেছে—ভাব হযেছে, পায়ের ধুলো নাও ।

ভক্তগণ । রাখে রাখে—

দর্প । আব ও নাম নয় ও নাম নয়—একেবারে খুলে বল,  
প্রভুব আসল নাম ‘গয়ারাম’ বল ; কেবলতো ছাপরের কথা ; কেবল  
কেউ এখন সব লোপ পেয়েছে, এই বেদ বেদান্ত স্তেনেছ ? সেই  
বেদের আগে ব্রহ্মাব প্রপিতামহের রচিত যে ক্লেদ গ্রন্থ আছে  
তাতে যে ‘গয়ারাম’ প্রভুব উল্লেখ আছে, সেই ‘গয়ারাম’ দেহধারণ  
করে এসেছেন ।

দর্প । গয়ারাম বোল—গয়ারাম বোল ! আর পায়ের ধুলো  
নাও ।

ভক্তগণ । গয়ারাম গয়ারাম বোল ! গয়ারাম গয়ারাম বোল  
( সকলের পদতলে পতন । )

দর্প । বেচারাম দাঁড়িয়ে রইলে যে ?—তুমি পায়ের ধুলো  
নিলে না ?

বেচা । আজ্ঞে আশ্রমের ছেলে হয়ে ও কাজটা করি আর  
কেমন করে ?

দর্প । আরে কি খিছে বামনাই ফামনাই ফলাও ? এই  
আমাদের ঘোষাল তিহু চক্রবর্তী এমনি সবাই সহজেই বড়দার  
পায়ের ধুলো নিয়েছে, আর এখনতো উনি বৈকুণ্ঠের ভাবে আছেন ।

বেচা । আজ্ঞে তাদের ভেতর অনেকেই আপনাদের চাকরী  
করে, অল্পত্ন ভক্তি হবার মতন বিদ্যা সাধ্য নেই, কাজেই—

দর্প । আরে রেখে দাও রেখে দাও, তোমার মত বামনাই  
ডের দেখেছি ; যিনি আসবার তিনি এসেছেন, ‘গয়ারাম’রূপে সামনে  
দেখেও ভ্রান্তি ঘুচেছে না ?—আর দক্ষিণেশ্বর অবধি ছুটে গিয়ে সেই  
‘রামকৃষ্ণ’র পায়ে পড়ে থাকতে ; পুজুরী বামুন আবার পরমহংস  
কবলাতো ।

বেচা । আজ্ঞে তিনি কখনও কিছু কবলাননি ।

দর্প । তাইতে তোমরা একেবারে ভগবান করে ফুলেছো ?  
আর বড়দা নিজ মুখে বলছেন, আমি বলছি যে উনিই—তিনি  
জীবোদ্ধার কন্তে এসেছেন, এতেও তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছেনা ?  
তোমার সেই ‘রামকৃষ্ণ’ ইংরেজী জানতো যে তাকে ঈশ্বর বল,  
কখনও নিজের মুখে সে একথা বলতে পেরেছে ?

বেচা । আজ্ঞে যিনি সত্যি রাজা, তিনি কি আর নিজের  
মুখে ফুকরে বেড়ান—যে আমি রাজা ! যে রাজা চেনে সে ললাটের



টাকা দেখলেই বুঝতে পারে ; কোপীনেও রাজার রাজশ্রী টাকা পড়েনা। মহাশয় ! এখানে মধুর হরিনাম কীর্ত্তন হয় মনে কবে, জুপবিত্ত ভগবৎ-কথা আলাপন হয় বিশ্বাসে এ অদম আপনাদেব সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ; কিন্তু এখন দেখছি—আপনারা একটা অবতারণ হয়ে দল পাকাবার চেষ্টায় আছেন ; পবমহৎসদেবকে জঁধল বলে বুঝতে পারুন নাই পারুন, তিনি যে অদ্বিতীয় পুরুষ সাধুত্বম ছিলেন সেতো আর কাঞ্চ অগোচর নাই। এখানে সাধু নিন্দা হয় সেখানে আগাব মত অবমেব থাকা কর্তব্য নয়।

দর্শ। আচ্ছা রমো ঠুপিও।

গয়া। ( সরোদনে ) জাভা-ভা আমি মাখন খাব মাখন খাব।

ছকড়ি। এখনও উইলসন হোটেল থেকে লোক ফেবেনি, সে কুটীর সঙ্গে বিফলে হবে। ছোটনা ! বুঝেছি সেই ভাব হয়েছে,— প্রেম ! এতো বড়বো মহাজনেব নামে যে পদাবলোটা হয়েছে, সেটা না গাইলে দাদা স্বভাবে আসবেন না ? ধবহে ধব সব—

( গীত )

বটি বটি বটি খাতকতো বটি, ওই মহাজনেব খাতকতো বটি।

ওই জন-রঞ্জন খঞ্জন-গঞ্জন—

ভব-ভয়-ভঞ্জন মহাজনেব খাতকতো বটি ॥

ওই মন উচাটন, বোজ অনাটন,

মানে টন টন মহাজনেব খাতকতো বটি।

দিই ওই চরণে গুঁজরি পাঞ্জর, নিজের ভাগ্যে উন্টে চটী ॥

ধারে কিনে ঢাকাই শাটী, বেড়ি ধনীর কঠোর কট,

লজ্জা রাখি আপনি পরি পাঁচপো ধটী।

এ সংসার নাট্যশালা, ওই মহাজন করেন আঁরা,

আমার খালি পর্দা তোলা ;

প্রিয়া নাটের টেকা নটী ।

ছকা পঙ্খা নওলা দওলা টেকা নটী ॥

( গয়ারাম কণ্ঠে বংশীরব করিতে করিতে বহ্নিমভাব ধারণ । )

ছকড়ি। ওকি ও ! বড়দা বেক্ছে চুরছে, ওই হাতে টাঁস  
ধম্মো, আড়ষ্ট হলো ! একি বড়দা কেষ্ট হলো—না কেষ্ট পেলে ?

ভক্তগণ। গয়ারাম বোল। ( পদতলে পতন । )

গয়া। ( ভাবভঙ্গীতে ) অনন্তরূপ আমার !—অনন্তলীলা !

( এবার এক সঙ্গে ধনুর্কীগধারী রাম বিষ্ণু ইত্যাদি ভঙ্গীধারণ । )

ছকড়ি। এই দেখগো বড়দাদা কত রকম কি কচ্ছে—রং  
বদলাচ্ছে ; আমি জানতুম আঁতুড়েই পেরোয় যায় ।

গয়া। ( স্তম্ভাভাবে ) মাইভ মাইভ ! পদ্মা একবার খড়িখানা  
পেতে দেখবেথি, কোন ভক্ত আমায় স্মরণ কচ্ছে ?

ছকড়ি। ছোটদা ! ভারি সুবিধে ভারি সুবিধে ; এই বেলা  
একটা পাটা কেটে নেওয়া যাক, মালপোর সঙ্গে দেখিবার চলাতে  
পারবে । ( নাড়ুগোপাল ভাবে গয়ারামের উপবেশন । )

ছকড়ি। এই বার বড়দা নাড়ুগোপাল হয়েছে—পাঠশালের  
ভাব মনে পড়েছে ।

( বেগে হিরোনার প্রবেশ )

হিরোলা। 'রক্ষে করুন সিদ্ধিমশায় ! আমার কলকিনী নাম  
রটেছে, এই আপনার পায়ে আঁহাড় থেয়ে পড়লুম ।

ছকড়ি। দশা হয়েছে দশা হয়েছে, ধুয়ো ধর ধুয়ো ধর ।

ভক্তগণ । ( হিল্লোলাকে ঘেরিয়া ) প্রিয়া নাটের টেকা নটী,  
প্রিয়া নাটের টেকা নটী ।

হিল্লোলা । ছি ছি এখানেও অপমান ! মহিলার অপমান !  
ছকড়ি । চৈতন্ত হচ্ছে চৈতন্ত হচ্ছে—গাও গাও 'টেকা নটী'  
ছকা পঞ্জা টেকা নটী ।'

ভক্তগণ । ছকা পঞ্জা টেকা নটী  
নওলা দওলা টেকা নটী ।

( ক্রম্ভাবে বড় ঘোয়ের প্রবেশ )

বড়-বৌ । হ্যাঁগা তোমবা ক্ষেপেছো নাকি ? ও সব কি কছো ?  
হিল্লোলা ওর খণ্ডরবাড়ীর গুরুর কাছে মস্তুর নিয়েছে, আগে ওর  
উপদেশ হোক—তবেতো গান গাইলে মুর্ছা ভাঙ্গবে ।

হিল্লোলা । মেজদি ! তোমার স্বামীকে বল আমার কৃপা করুন,  
আমার কলঙ্কতঞ্জন করে দিন, নইলে এ প্রাণ আমার রাখবোনা ।  
আমি গুরুর কাছে ঘোড়া মোষ মেনেছি, ২০০ টাকা খরচ করে  
আটকে বেঁধে দিব, বাবুকে বলে ২০০০ টাকায় গুরুর অতিথি-  
শালা করে দিব ।

বড়-বৌ । কর্কেন বইকি কর্কেন বইকি, কত লোক সপাঁচ  
আনা করে দিয়ে পায়ের ধুলো বুলিয়ে পিলে ভাল করে নিচ্ছে,  
আর তুই আপনার শালি—তোর কলঙ্কটা আর যাবে না ?

দর্প । ভক্তি তেঁতুল খরিদ কর—ভক্তি তেঁতুল খরিদ কর—  
পায়ের গোবর কিনে কলঙ্কের উপর রগড়াও, সব উঠে যাবে ।

গয়া । হবে হবে—বাঞ্ছাপূর্ণ হবে, আমি কন্ন-বাঞ্ছারাম ! শ্রীকৃষ্ণ  
আপনি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শ্রীমতীর কলঙ্কমোচন করেছিলেন ; এ অব-

তারে ব্যাধিগ্রস্ত হবে কে ? আমার বথেষ্ট আছে—এর উপর আর কি হবে ; ও মধুমঞ্জরী ! কি হবে বলনা ?

গুরোধোষ । এবার ও ব্যাধিতে আর্যানের উপর বরাত দিন না ।

ছকড়ি । দাদা ও পরামর্শ গুননা ; ইংরেজের মুলুক—তুমি অবতারই হও আর বাই হও, কাককে কিছু খাইয়ে দিলে পাহারাওয়ালার সঙ্গে খাতাবাড়ী আর ঘর কত্তে হবে ।

গুরোধোষ । সত্য ব্যাধি কত্তে হবে কেন ? মহাত্মারতে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে আত্মপ্রশংসা দ্বারা প্রাণত্যাগের কাজটা করিয়েছিলেন, আমাদের সেইরূপ একটা অমুরূপ ব্যাধি ঠাউবে নেওয়া যাক না ।

দর্প । বলছেন বটে গুরোধোষ, কিন্তু বর্তমান যুগে ব্যাধির অমুরূপ কি কি আছে ?

১ম ভক্ত । ব্যাধির অমুরূপ ?—ধরুন—অর্থ পিপাসা ।

দর্প । সর্দির জ্বর—ঘর কত্তে ঘর আছেই ।

২য় ভক্ত । স্বার্থপরতা ?

দর্প । মাথাব্যথা ।

৩য় ভক্ত । বিলাস বৃদ্ধি ?

দর্প । পেটের পীড়ার মধ্যে ।

৪র্থ ভক্ত । নূতন রকমের প্রণয় ?

দর্প । হুঁ উঁ, কিন্তু বড় জোর প্লুরিসি কি নিউমোনিয়া ।

৫ম ভক্ত । নাম কেনবার জন্ত কেপে ওঠা ?

দর্প । ঘোর বিকার—এই মাত্র । মহাব্যাধি চাই মহাব্যাধি চাই ।

• ছকুড়ি । তবে আমি বলি শোন, এই মোকদ্দামার জড়িয়ে পড়া ।

দর্শ । ঠিক ঠিক—বর্তমান যুগে মোকদ্দামাই মহাব্যাধি স্বরূপ ।

তত্ত্বগণ । মোকদ্দামা মহাব্যাধি মোকদ্দামা মহাব্যাধি—

গয়্যারাম বোল, গয়্যারাম বোল ।

গয়া । এখন প্রমথভায়াকে এই লীলায় একটা মোকদ্দামায় জড়িয়ে ফেলতে পাঞ্জেরই তাঁকে মহান্যাসিগন্ত করা হবে ; আমি স্বয়ং বৈদ্য সেজে ( সুরে ) “ধনি আমি কেবল নিদানে।” ছকুড়ি ধরনা ।

ছকুড়ি ।—

( গীত )

ধনি আমি কেবল নিদানে ।

বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার,

বিশেষ গুণ সে জানে ॥

ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কব অধিক, \*

আমারি এ সৃষ্টি প্রেমে পলিটিক,

হরি মন আনি হরিবারে ধন ভ্রমণ করি ভুবনে ।

চারিদিকে টাকা আয়োজন হয়,

এসে পড়ে সব আমারি আলয়,

নগদ মূল্যে মন মম প্রেম-ডোরে টানে ॥

গয়া । লীলাময়ী ! আশ্বস্তা হও, ( সুরে ) “বাই দৈর্ঘ্য—বড় •  
দৈর্ঘ্য—পতি আগচ্ছং মমালয়ে।” তাহলেই তাঁর ব্যাধি আব  
তোমার কলঙ্ক ভঞ্জন । তোমার পতিকে সহস্র ছিদ্র থলি রঞ্জিত  
• খণ্ডে পূর্ণ করে আনতে বলবো ; তারপর সেই থলি দুদিকে ছুড়ন •

দ্বিতীয় কৌচড়ে আর আদালত-কুঞ্জের পায়দার পায়ে চেপ্তে দিচ্ছিল সকলে বুকতে পারবে—তোমার মান বজায় রয়েছে; আর যদি বঙ্গহরণ পর্যন্ত কত্তে চাও, তাহলে সেই শূন্য প'রে তোমার স্বামী কলকেতা ত্যাগ কত্তে পারবেন । কিন্তু শ্রীমতী ! তোমার মেজদিদি—শ্রীমুনারি গুপ্তের মুখে শুনলুম যে তুমি একজন মহাজন, বালাবধি প্রেম-ভক্তিময়ী; তুমিও আপনায় কুঞ্জে একটু লীলা অভ্যাস করো, একটু ব্রজের ভাব প্রাণে এনো । আহা হা হা দেখ দেখ শুভগণ ! লীলাময়ী শ্রীলিকার বদনে যেন মান-ভজন মাখান রয়েছে; আহা তুমি যদি নিজের সেবা-কুঞ্জে বসে একবার মধুসূদন-ভজন-লীলায় প্রবৃত্ত হও, তাহলে বড় শোভা হয় ।

বড়-বো । হাঁ করগে না হিলিকে নিয়ে মানভজন ! সে প্রমথ চৌধুরী পিস্তল নিয়ে বেড়ায়—লীলা ছরকুটে দেবে; তখন যত্বংশ পাবে কি ?

গয়া । আহা আমি কেন ? যখন ব্যাদিটে আয়ানের উপর চাপালেম, তখন পায়ে ধরাটাও না হগ হাঁরি উপর বরাত দেওয়া যাবে; তারে খবর দিলে প্রমথবাবুতো আমায় তাঁব সঙ্গে পরুষ্ট রূপে মান-ভজন লীলাটা করো । তবে শ্রীমতী মধুমঞ্জরী তুমিই আমার এই শ্রীলীলায় প্রধানা সহায় হবে ।

[ হিচোল ও বড়বোয়ের প্রস্থান ।

গুরোধোষ । আমবা ভীবাশম ! কিছুই জানিনে কিছুই শিখিনে, কেবল ঐ নামই ভরসা ।

দপ । দ্রাস্তি ! দ্রাস্তিরে গুরোধোষ,—মধুমঞ্জরী ! নামের মহিমা সে বাব নীপে প্রচার করা গেছে, এবার আমাদের আবির্ভাব নামের জন্ত নয়—দামের মহিমা প্রচার কত্তে; নাম এখন খুব

সস্তা ; ভক্তিপ্রেমের প্রয়োজন নাই নগদ দিলেই পাওয়া যায় ।

শ্রীগয়ারাম এই দাম নিতেই ধরাধামে এসেছেন ।

দর্প । ওরে চল চল, বৈরাগ্য নিয়ে নাকে রসকলি কাঁধে  
ভিকার ঝুলি ধরে ঘরে ঘরে ঘাই—দাম মহিমা গাই ; মাথা  
মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বলি—কলির জীব আয়রে । দে দাম দে দাম ।

ভক্তগণ । বে দাম—দে দাম । গয়ারাম বোল—গয়ারাম  
বোল ।

( গীত )

অপার দেখ দামের মহিমা ।

দামে নাম কেনা হয়, মান জোড়া যায়,

ঘোচে কলঙ্কের কালিমা ॥

দামে আপন হয়রে পর, দামে মেলে মেয়ের বর,  
আব পুণ্যের মত পুণ্য কেনো, দামে মিত্র লাভের নাই সীমা ।

করে দাম কসা মাজা, কত মহাজন হয় যে রাজা,

দিলে প্রচুব লাজ বাতাদুর—

নয় বহু দূব—এমনি দামের গরিমা ।

ভদ্র সাজ কিনে দামে, নেড়িয়ে বেড়াও বাঁকা ঠামে ;

পেলে দাম গয়ারাম ঘুগধামে পাঠান দিদি মা ॥

[ সকলের প্রস্থান ।

SAH'S

## তৃতীয় দৃশ্য ।

শ্রামবাজারেব মোড় ।

( ছকড়ি ও বয়ের প্রবেশ )

ছকড়ি । তবে লোকটা ভাল—আঁা ?

বয় । হ্যাঁ খুব ভাল, দিলদরিয়া মেজাজ, বাবুতো বাবুই বটে ;—  
আর বহুজীর কথা বলবো কি—অমন মানুষ দেখিনে ; লোকজনকে  
কখনও বকতে জানেন না, জিনিস পত্র হারাল—একবার একটু  
বকাবকি কল্লেন—পাওয়া গেলনা, বস্—আর কথা নেই । নাহেব  
আমার কত চেষ্টা করেও বহুকে রাগাতে পারেন না ।

ছকড়ি । তবে মা লক্ষ্মী খামোকা এমন ক্ষেপে উঠলেন কেন ?

বয় । একটা সাধু-সাজা বদমায়েস এই গোলযোগ বাধিয়েছে ।  
বাবুকে বলে কয়ে অনেক টাকা খরচ করিয়ে গঙ্গার কিনারায়  
একটা মন্দির তোরেরি করেছেন ; গর্বিয় দিনে ঠাকুবের মাথাব  
উপর সিঁকেব টানা পাথা চলে, আর চারিদিকে খসের টাটু লাগায় ,  
আর রোজ পঁচিশ ত্রিশজন কাঙ্গালী ফকীর খেতে পায় ।

ছকড়ি । বাঃ এতো খুব ভাল, তবেতো এ বেচারির লোক-  
সানটা দেখা উচিত নয় ।

বয় । না ছকড়িবাবু, সেই ক্লব থেকে জানি তোমার খুব  
মেজাজ থাশা, ফিকিরও অনেক আসে । এ কলকেতার ছজুগ-  
বাজদের হাত থেকে আমার বহুজীটিকে বাচিয়ে দাও ।

ছকড়ি । মামলা কামলায় নাব্লে বিত্তর টাকা বেরিয়ে যাবে ।



বয়। টাকার জন্তে তত আসে যায় না, আমার সাহেব মাসে তিন হাজার টাকার উপর রোজগার করেন ; আমার ভয় হচ্ছে— পাছে এই গোলমালে বছরজীতে সাহেবেতে একটা বেবনাবনি হয়। আহা হুটীতে কেমন ভাবগো ! হেসে গেয়ে খেলে বেশ সুখে থাকে। সেই চোরঙ্গীর থিয়েটারে সাহেব মেমে যেমন খেলা দেখেছি আমাদের সাহেবের ঘরেও ঠিক তেমনিটাই হয়।

ছকড়ি। দেখ গোপলা, হয়তো আমরা কিছুই কত্তে হব না, বিধাতা আপনাই গয়রামের ভূর ভেঙ্গে দেবেন। শুনছি ঔদের একটা কে বুড়ো জ্ঞাতি কলকেতায় এসেছে, সে লোকটা ভারি ধড়িবাঁজ, মোক্তারী করে। গয়রামদার এই সব ঝড়ুত কাণ্ড শুনে সে একটা কি মতলব ঠাউরেছে, সে পাগল প্রভু করে ঔদের হাত থেকে সরকারী দেবস্তর বিষয়টা বের করে নেবে ; ডাক্তারের সাক্ষী টাক্কীও না কি যোগাড় করেছে।

বয়। সেতো গুঁরা জন্ম হবে, তাতে আমার বছরজীর কি ?

ছকড়ি। হ্যাঁরে গোপলা ! তুই ছোঁড়া মগের ছেলে, সাহেবের কাছে চাকরি কত্তিস—এত চালাক, এটা বুঝতে পাচ্ছিসনে ? ঔদের কোন রকম একটা নাকাল দেখতে পেলেই প্রেমথবাবুর পরিবারের চোখ ফুটে যাবে ; আর ‘অবতার টবতার’ বলে বিশ্বাস থাকবে না ; আর যদি সেই পাড়ারগেয়ে সিজি যোগাড় করে পাগলখানায় পুরতে পারে, তাহলে একটা তামাসাও মন্দ হবে না ; এই বাজালা মুলুকের আমরা সকল পাগল যদি ধরা পড়ি, তাহলে একলাথ দলদায়ও আমাদের যায়গা হবে না। কিন্তু তাহলে গোপলা আমার একটু মুন্সিল হবে, এই অবতারাী হজুগে খাওয়া দাওয়াটা খুব চলেছে ভাল।

বয়। আপনার খাবার ভাবনা কি ? আমার সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে দিব, দেখবেন জজ সাহেবের টেবিলেও অমন খানা যায় না।

ছকড়ি। আলাপ নেহাত কত্বে হবে না, প্রথমবাবুর সঙ্গে কলেজে আমার জানা শুনা ছিল, তবে এখন বড়লোক হয়েছেন, ঢের টাকা, চিনতে পারেন কি না ?—

বয়। ( জিব কাটয়া ) ছি ছি এমন কথা বলোনা ছকড়িবাবু ; চৌধুরী সাহেবের মেজাজ বড় নরম, তাতে ঠিক বাঙ্গালীবাকুই আছেন ; ভারি চক্কলজ্জা—সেই জন্তে কত লোকে কত ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায়। তা বাবু তুমি শীঘ্র একটা ফিকির কর, আমার বহজীকে নিয়ে মিঠাপুর চলে যাই। এখন আমি তবে চন্দ্রম গাড়ী আসবার সময় হলো, সাহেব এখনি এসে পৌঁছুবেন। আজ আবার বহজী বাবু এলে তাঁকে নিয়ে একটা রং করবেন ; এখানে আলাপি মেয়ের দল জুটেছে—কক্সযাত্রা করে মানভঞ্জন হবে।

ছকড়ি। তা তার জন্তে তোর তাড়াতাড়ি কেন ? তুইতো আর সং সাজবিনে ?

বয়। কি জানি—সেই টাকার কালেক্টর বকেট সাহেবের মত আমার সাহেবও যদি কেপে হুটু চান, তোয়েরই খারকা ভাল।

ছকড়ি। কক্সযাত্রায় হুম্মান কিরে ?

বয়। সে জানেন না বাবু ? সেই সাহেবের কাছে আমার মামা যখন চাকরি কতো, তখন সাহেব একবার শফরে গিয়ে রাম খাজা দেখে আসে ; সদরে কিরেই পেশকার মুকুন্দবাবুকে ছকুম দিলে যে 'খাজা লেওয়াও', মুকুন্দবাবু এক দল ভাল কক্স খাজা আনিয়ে দিলে। সাহেব খানিক শুনে বলে 'এ কেয়া ? হু

কাঁহাঁ ?” বাবু বুঝিয়ে দিলে “এ কেফ্যাত্ৰা—হুই নেই।” সাহেব বলে “কেয়া ?—হাম দেখা বাত্রামে হুই ছায়, আর তোম বোলতা হুই নেই। হামাবা হকুম—হুই লেওয়াও।” তখন অধিকারীকে বুঝিয়ে একজনকে হুইমান সাজিয়ে বের কলে; সে লাফাতে লাগলো, আর সাহেব তখন হেসে গড়াগড়ি; ঝড়াঝড় টাকা পেলা দিতে আরম্ভ কলে, ফের হকুম দিলে ‘ফিন্ হুই বোলাও’, অধিকারীও ভাবগতিক বুঝে—ছটো থেকে চারটে ছটা দশটা, শেষ নিজে আর দলপুঙ্ক হুইমান সেজে আসরে হুপ হুপ করে লাফাতে আরম্ভ কলে; সাহেব নাচে, নোট পেলা দেয়, আর বলে ‘আউর লেওয়াও, আউর হুই লেওয়াও’; কলকোতা থেকে একবার ষ্টার থিয়েটারের দল গিয়েছিল, কিন্তু তাদের দ্বিত্ব মানো-জার আব তার এক ইয়াব—এই ছটো বই হুইমান ছিল না বলে সাহেব চটে গেল, পেলা টেলা কিছুই দিলে না।

ছকড়ি। বেড়ে সাহেবতো! সে এখন কোথায় বদলী হয়ে আছে জানতে পাল্লো আমি গয়ারাম দাদার দল নিয়ে গিয়ে কিছু রোজকার করে আনতে পারি।

( শিব স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে হলাহলানন্দ্রের প্রবেশ )

হলা। ( স্তোত্রপাঠ )

“অস্তোমধর শ্রামল কুণ্ডলায়, বিভূতি ভূষাঙ্গ জটাম্বয়।

জগজ্জনৈষ্ঠ জগদেক পিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥”

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ গঙ্গাজল ঢেলে গঙ্গা পূজা করছি! কে কার স্তব করে, আবাব রচনাও নিজেব। কিন্তু এক আশ্চর্য দেখছি—এবারে আর পূর্ব কন্দের মতন সংস্কৃত স্তব রচনা কন্তে পাচ্চিনে; সম্ভবতঃ এটা ইংবেজি বিদ্যাটা বেশি নিয়ে এসেছি বলে।

বয় । ( জনান্তিকে ) ও ছকড়িবারু ! ওই সে—সেই

ছকড়ি । কে রে ?

বয় । জুজুজী, ওই গো সেই বহুকুপী সাধু । ওই শালা ব্যাখ্যানা করে বহুকুপীকে গোড়ায় রাগিয়ে দিয়েছে ।

হলা । কহুং ?

বয় । সেই আমি পাটনার চেনা শুনা মস্তম, লাক্ষ্মী ছিলে ছুঁয়ে হস্তম, এখানে মতলব কার বাড়ী উস্তম খুস্তম ?

হলা । Do you speak english Babu ?

ছকড়ি । Yes, and can punish insolence quite in an english fashion too.

হলা । Then I give you absolution. আমি কে—আপনি ডাউন ?

ছকড়ি । গয়াবাম দাদাব সাক্ষাৎ মাসভূতো ভাই—তোমাঘ আব চিনি নে ? কিন্তু কঠা ও সব এখানে খাটছে না, এখানে আমবা আগে থেকেই হাসব জমিয়ে নিধেছি, আমি সেই নব-দীপের নাপতি ।

হলা । গয়াবাম !—সেতো যোচ্চোর imposte .

ছকড়ি । আর তুমিই যে প্ল্যাকাড পোষ্টাব তা বুঝবো কেমন কবে ? তুমি যে রং বেরংএব মোড়কে অঙ্গ আবরণ করেছো, তাতে ভিতবে যে আসল মাল আছে, তাতো বোধ হচ্ছে না, সিঁদুরে মালগুলো প্রায় টক হয়, যে কাপড়ের পাড়ের বাহার বেশি তার জমী তত ভাল হয় না ।

বয় । আর বারু যে সাবানে খোসবো ভর ভর করে—সেগুলো ভাগাড়ের চকিতে তোয়েরি ; বকেট সাহেব বলতো শুনেছি ।

‘হলা। ‘সাধকত্ব হিতার্থী’—বুলে কি না ?

বর। ছকড়িবাবু! কর্তাটী বা খেতে পারে তোমার বলবো কি !  
হ্যাঁ মণিকপীরজী, এতক্ষণ চুপ করে রয়েছো যে ? কিছু খাচ্ছো ?

হলা। আমার অমূল্য প্রাণধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ;  
লোককে সত্যের প্রবৃত্তি দেবার জন্যই আমার ধরায় আসা।  
আমি সেই জন্যই সকলের নিকট চাঁদা নিয়ে আমি একটা হলাহল  
কানন প্রস্তুত কর্ছি ; যেখানে অলিগণ বিনামূল্যে পুষ্পে পুষ্পে  
মধুপান কর্ছে।

ছকড়ি। ব্যাংগণ উপহাররূপে সাপের বদনে ভ্যালুপেবলে  
প্রবেশ কর্ছে ; তা মশায়, এ জগতের হিত ক্রমে যে ব্যবসায়  
দাঁড়াল ? লোকের উপর উৎপাতটা কিছু বেশি হচ্ছে না ?

হলা। ব্যবসায়তো দাঁড়াবে। ধর্মটা relative অর্থাৎ কুটুম্বিতা  
নয় ; speculation—কি না ব্যবসায়মূলক দাঁড়ায়ক। Rathe-  
এর মত ছিল বটে ধর্মকে relative বলে, কিন্তু একটা concrete  
basis থেকে start ক’রে Von Hoffman কেমন জা খণ্ডন করে  
দিয়ে গেছেন। তারপর Kant, Hamilton, Mansel, Spencer  
এঁরা সকলেই ধর্মকে শুধু speculation নয়, much speculation  
অর্থাৎ বেশি বেশি চাঁদা-আদায়ক উপযুক্ত বলে Hoffmanএর  
thesis support করে গেছেন। যুগে যুগে আমি এঁদের  
ভিতর শক্তি সঞ্চার করে আসছি কি না।

ছকড়ি। তা দেখুন, আপাততঃ মিউনিসিপাল রাস্তার উপর  
একটু শক্তি সঞ্চার করুন না ; এই উত্তর মুখ ধরে বরাবর খাল-  
ধার অবধি চলে যান, তবু হিমালয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে  
শাকবেন।

হলা। I say, how does your cash-balance stands at the Bank ?

ছকড়ি। Did'nt I say, that I can punish insolence quite is an—

হলা। থাক থাক বুঝেছি বুঝেছি, I merely ask, because I happened to have the subscription-book by me  
হ্যারে বর ! তোরা কোথা বানা নিয়েছিন্ ? চৌধুরী সাহেবের পরিবার কোথায় ?

বর। ( স্বগত ) শিমলের ঠিকানা বলে দিলে এখনি গিয়ে উৎপাত কর্কে, আগুন আরও জ্বালাবে। ( প্রকাশ্যে ) ওঃ বাসার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন ? এই বরাবর দক্ষিণ মুখে চলে যান ; আহিরীটোলার ভিতর দিয়ে খালধার হয়ে ছারিসন রোডে পৌঁছুবেন, সেখান থেকে মুচিপাড়ার থানা বাঁ দিকে রেখে জিগ্জ্যাগ্ লেনে ঢুকবেন ; তারপর বাবুখানসামার লেন, ক্রীক্ রো, রাজা উমমহু ষ্ট্রীট হয়ে ভুলোপটীর চৌমাথায় এসে,—ওই যা—ওইখানটায় আমি হারিয়ে গেছলুম ; আর বাসা খুঁজে পেলুম না সাইজী।

হলা। ওরে নাটো-মুখী অর্দ্ধ-মদ ! তুং কামিনী কামিনী কামিনী !  
নচেৎ এত বক্রগামিনী ? আচ্ছা, আমি যোগচক্ষে খুঁজে নেব।

[ প্রস্থান।

ছকড়ি। খুব মজায় আছে মোক্ষাৎ, কাজও নেই দারীওও  
নেই, ছনিয়ায় এসে বেশ মজাদারী করে নিলে।

বর। হ্যাঁ ছকড়িবাবু ! তুমি কবে যে গানটা হামেলা গাইতে, সেই “ছনিয়া হতো কত মজাদার” সেটা আমি শিখে নিয়েছি ;  
একবার গাওনা বাবু, ভাল করে দোরস্ত করে নিই।

‘ইককি’ । ওহো-হো হো জের সৈন্য’ এখনো মনে আছে ?  
আচ্ছা আন গাই ।

উভয়ে ।—

( গীত )

ওবে দুনিয়া হতো কত মজাদার ।  
মহিত না কারুর কিছু ছুঃখ আর ॥  
যদি না থাকিত পাঠশালা,  
গুরুমশাই হতো কানা আর কাল,  
থাকিত বাবা খাবার দেবার—  
ময় মেরে ধরে স্কুলেতে পাঠাবার ॥  
যদি না থাকিত রে ভাই দোয়াত কলম,  
এ, বি, সি, আই, ভলম্ ভলম্,—  
এরিখমেটিক্ তিরোহিত, জিয়োগেট্রি না জন্ম মিত,  
পাঠিয়ে দিত আল্ জ্যাব্রারে সাত সাগরের পার ॥  
তেরতে যৌবনের ছাপ, থাকবে বিষয় মরবে বাপ,  
যেথায় সেথায় মিলবে ধার—  
মরবে বেওয়ারিস পাওনাদার ॥  
থাকবে আগি,মা,ও চাকরি বজায়,  
কাজ আপনি চলবে কলে মজায়,  
মাইনে মাসে দশটি হাজার ;—  
কিন্তু রবিবারটা রোজ, আর এবেলা ওবেলা মাসকাবার ॥  
রূপসী প্রেমসী আছে, রাঁধে বাড়ে গায় নাচে,

বিবাহটী একটী দিন,—

তারপর ফুলশয্যা বছর হাজার ॥

যদি কস্তোনা সে গজর গজর,

আমার কাজে দিত না নজর,

শুনতো কথা দিত না জবাব, দেখতো না সে হিসাবের বাব,

গহনা গড়ালে গর্জে উঠতো—

কস্তো রোজ সোমবার ॥

রোজ ভূমিষ্ঠ হতো ছেলে,

পাশটী করে বিয়ে এলে ;

বহু বিবাহ উঠতো জেঁকে, লগ্ন রোজ সন্ধ্যা থেকে,

আর পাওনা গুণ্ডা চুকে গেলেই—

শুভ কাজের হাতো সার ॥

হতো তারি ব্যাগো কক্ট ছাড়া, কথাটা পাড়ায় তোলা পাড়া

ঔষধ ত্রাণ্ডি পথ্য পাঁঠা ;

সাহেব ডাক্তার দুবেলা আসতো—

ফি টী কিন্তু নিত না তার ॥

যদি বিদ্যা হতো পড়া বই, আপনি কলম লিখতো বই,

ছাপা হইত বিনা মূল্যে,—

পবর্ণমেষ্ঠে কিনিত পড়ে থাকিত বত যার ॥

যদি দাঁড়ালে লেকচার বেরতো মুখে,

হতো দেশ-উদ্ধার চুরট ফুঁকে,

গীতা কিনিলেই অক্টসিডি,—



আর পরের পরসায় বিলাত গিয়ে

লেক্‌চারে দেশ ছারেখার ॥

টাকা হলেই হতো বংশ, সন্ন্যাস মিয়ে চলতো মাংস,

কাংস ছুঁলে স্বর্ণ হতো মস্তুরেতে ফতে ওয়ার ॥

যদি থাকিত না লেখা দাসখত, পিয়াদা পুলিশ আদালত ;

বিনা চাষে হতো ধান, বিনা চাঁদায় রাজসম্মান,

নিত্য বিয়ের বাজনা বাজিত,—

খাজনা নিতনা জমীদার ॥

যদি সবাই এক এক টাকা দিয়ে,

কুবের কন্তো আগায় নিয়ে,

থাকিত না কেউ আমার শত্রু,

শত্রুর শুধুই মরণ হতো ;—

কোথাও থাকিত না হাহাকার ॥

## চতুর্থ দৃশ্য ।

কলিকাতা—প্রমথবাবুর অন্তঃপুরস্থ উদ্যান ।

হিমোলা ।

হিমোলা । হাঃ হাঃ হাঃ বড় মজা বড় মজা, এই মানভক্তনের  
পালাটা মনে মনে বতই ঠিক করে নিচ্ছি সেই কলঙ্কভক্তনের কথাটা  
কতই ভুলে যাচ্ছি । যেজদিদির স্বামী দেবঅবতার হোম আর

নাই হোন—রসিক অবতার বটে, বোঁড়ে শিখিরে দিগ্বেছেন। আজ এলে মানভঞ্জন করিয়ে তবে ছাড়বো। সেক্ষেপে আমি তারে খবর দিলুম আর সেটা তাঁর থকরেই এলনা—নিজে এক অবতাব কি না! হাঃ হাঃ হাঃ বাহবা বাহবা! আসছে আসছে—ব্রজব ভাব আসছে, এক তারে কত তার মিলিয়ে ফেলেছি, দ্বুতীগিরী পারবো, এই বাগানে কুঞ্জ আছে, অবকিডু হাউসের ভিতর চাকে মধুকর আছে, বারাণ্ডায় খাঁচায় কোকিল বুলছে, আর আমি বিরহিনীতো আছিই। সব চেয়ে মজা হয়েছে—নলিনীনাগিনীকে পেয়ে! নবীনবারু যে ঠিক এই সময়টাতে ছুটি নিয়ে কলকেতায় চিকিৎসা করাতে এনেছেন তাকি আগে জানতুম? তাহলে বয়টাকে আর এ সব কথা বলতুম না। নলিনী নিজেই বৃন্দগিবী কর্কে বলেছে; আব তার আলাপ নেই কলকেতায় এমন মেয়েই নেই, টুনী প্রভাত ইন্দিরা ডালি আবও ছ তিন জনকে নিমন্ত্রণ কবে আমাদের আমোদে যোগ দেবাব জন্ত ঠিক করে বেগেছে।

( বাস্তবাবে নলিনীব প্রবেশ )

নলিনী। হিলি হিলি হিলি! আসছে আসছে—তোব পাটনেষে মেড়া আসছে; গাড়ীর ধবজায় হরকরা দেথা দি ২। ঠিক হয়ে নে;—একটু কাদ-কাদ-মুগ, একটু রাগ-রাগ-মুখ, একটু হাসি-হাসি-হাসিনা, একটু চাই-চাই-চাইনা, দেখি-দেখি দেখবোনা, এস-এস-এসনা গোছ করে চোখ করে ফেল।

হিলোলা। ( মলিনীভাবে বসিয়া ) আব প্রভাত টুভাত?

নলিনী। তারা ঠিক আছে সময়ে উদয় হবে, কিছু শেখাতে হবেনা। আমবা ডেপুটী রানী, জজের রানী, আমাদের সাতসাগরেব জল খেয়ে ঘুরতে হয়; সবডিভিজনের আঁধার বনে যদি আমরা

অফিসার-উকীলদের পরিবারেরা মিলে একটু আমোদ টামোদ মা ফর্কো তবে বাঁচবো কেমন করে ?

হিলোলা । ( সহাস্তে ) আ মরণ ? তোর পায়ে ও কিলো ?

নলিনী । ( দূতীগিরিভাবে ) ভালতলার চটীগো সম্বী ।

হিলোলা । দূর দূর খুলে ফেল, তোর জুতো কোথা গেল ?

নলিনী । জুতো চলে মফঃস্বলে, দেশে গেলেও নয় কলকেতায়ও নয় । গোবিন্দ যে এই রকম চটা পায়ে দিয়ে আসরে আসতো, বটঠাকুর গল্প করেন শুনেছি । চটা না হলে—

হিলোলা । দূর দূর খুলে ফেল, বিশী দেখাচ্ছে খুলে ফেল ।

নলিনী । ( দূতীগিরিভাবে ) আচ্ছা তোমার কথা নাথলুম রাই । ( অন্তরিক্তে ঘাইয়া জুতা ত্যাগ ও নেপথ্যাভিমুখে ) আবা—  
আবা—ধবলী ই-ই-ই—

( প্রভাত, ইন্দিরা, ডালি ও অজ্ঞাত সকলের প্রবেশ )

ওগো অ্যামেচিওর দূতীগণ !—

প্রভাত । হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ—কি বলছো বাসদেব ?

নলিনী । বলি পারবে ?

সকলে । হুঁ উঁ উঁ উঁ উঁ—

নলিনী । আটকাতে ?

সকলে । হাঁ আ—আ—আ—

নলিনী । শ্রামকে ?

সকলে । পারবো গো বৃন্দে !

নলিনী । অর্থাৎ এখানে আমাদের শঠ নট বটতলার বট  
কপট মর্কট সাহেবকে ?

হিল্লোলা। হী হী বেশ—বড় লজ্জা হয়েছে,—তোমার ভাই তখনতো লজ্জা কর্বেনা?

নলিনী। লজ্জা? কার্কে?—প্রথমকে? কোকেন ধৈর্যে মরিনা কেন! যখন বোবাকারের মেসে থেকে বি.এ পড়তো,—তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে, তখন তোমার কর্তার যে নতুন কবিতা লেখা জেগেছিল; আমরাও কলকাতার ছিলাম কি মা? কি রবিবার তাঁর কাছে গিয়ে কবিতা শুধরে নেওয়া হতো; চেয়ে থাকার খেয়েছে, সে প্রমথের কাছে আবার লজ্জা?

হিল্লোলা। আমি এখন একটা গান টান গাইবো নাকি? একটু ঝিঝিট খাষাজ গোছ?

নলিনী। বাপরে এখন নয়; চুপ চুপ—মস্ মস্—আসছে বুঝি? (সখিদেব প্রতি) ওগো দেশের দেশাঙ্গনাগণ! আমি যা বলি শ্রবণ কর; তোমরা একবার বিনোদবেশে ফুগাড্রেসে ফুলিষে দিমে এলো-কেশে একটু দাঁত বার করে হেসে হেসে বেড়ি হয়ে নাও। সে আসছে—সেই উকীলবাজ আসছে; যদি বল কিসে জানলে? তবে তার উত্তর শ্রবণ কর। যেমন বাঁশী বাজলে ত্রজাঙ্গনারা বুঝতে পারে যে শ্রাম আসছে, যেমন খড় খড় শব্দ হলেই এ্যানেরিকান্স' স্মিতে পারে যে Rattle-Snake আসছে, তেমনি মস্ মস্ কলেই দেশাঙ্গনাবা বুঝবে যে বাবু আসছে, আর চট্ চট্ কলেই বুঝবে যে ভট্টাচার্য্য মশায় আসছে। আমি সেই মধুর মস্ মস্ শুনেছি তোমরাও attention দিলেই শুনতে পাবে।

সকলে। সব শুনেছি গো শুনেছি—শুনেছি আর বুঝেছি; এ মস্ মস্ আমাদের প্রাণকান্তের নয়, আমাদের হিল্লোলার ভেড়া-কান্তের।

হিমোল্য। দূর দূর চুপ কর, ওই এল।

( প্রমথের প্রবেশ )

প্রমথ। এই যে—বাগানে বসে আছি বুঝি ?

( নলিনী ও সদ্দিনীগণ অগ্রসর হইয়া )

( গীত )

আমরা এই দাঁড়ালেম প্রহরী আজ কুঞ্জঘারে ।

কাটা বিচ্ছেদ নদী অন্যাবধি কেমন করে যাবে পারে ॥

ওই বসে আছেন বিনোদিনী, রাগে স্পর্শনধার ননদিনী,

কন্তে তারে আমোদিনী পারবেনা তুমি শ্যাম-সাহেব ।

তাই বলি যাও যাওনা কালো, দিচ্ছি বরং সঙ্গে আলো,

আমরা সবাই বলছি ভাল ;

হে হিমোল্যারে 'কিরে চা লো'—চাইবেনা সে আঁখিঠারে ।

যাও আগামানে বিছানা নে, স্থান নাই হৃদংকারাগারে ॥

প্রমথ। By Jove ! বাপারখানা কি ? ও বুঝেছি বুঝেছি  
যশায় এসে জুটেছেন ?—ডেপুটীরানী ! তবে একটা mischief  
মাছেই আছে ।

প্রভা। Mischief কি ?—আমরা বুঝি ছুট্টি মি করি ?

প্রমথ। না, এই যে অগ্নেবা মদ্য রোহিণী কৃত্তিকা সকলেই  
অধমের ধামে—

প্রভা। ধুমধামে বাঁকাঠামে বিনাধামে অলঙ্কর-রঞ্জিত চরণ  
রেণু শিলাবুটি কন্তে এসেছি । কেমন নলিনী দিদি হচ্ছে তো ?

নলিনী। হীগো প্রভাস্তী নলিন্তে ।

হিমোল্য। বলি ও নলিনী—দূর মরুক গো, বলি ওগো বুকে

দূতী ! মানা কর মানা কর, এখানে কেন কেই আসেনা, মদ্য হাঙ্গি  
হাসেনা, আমার ভালবাসেনা, চোখের জলে ভাসেনা—

প্রমথ । গলা খাঁকরি দিয়ে কাশেনা,—ও বুকেছি বুকেছি,  
মানভঞ্জন পোলা হচ্ছে ? Masquerade by moon light ?—  
All right, I am in the fun too ; বল আমার কি পার্ট নিতে  
হবে ?

হিলোলা । ওলো ডালি বিশাখা বল, আর পার্টে কাজ নেই,  
ওর নাট নিয়ে উনিই থাকুন, আমি পতির পাট উঠিয়েই দিচ্ছি ।

( যাত্রার সুরে । )

বাবু নাম আব কর্কোনা, বাবুর মুখ আর দেখনো না,  
বাবু রব আর শুনবো না ।

( দূতী ) সাজবোনা আর বাবু সাজে,

বাবু বলে মর্কো লাজে ;

ওলো দূতী । তোদের মিনতি করি,  
যদি হিলির প্রাণে রাইয়ত বিলি না কন্তে চাস,  
তবে বাবু নাম আর আমার কাণে শুনাসনে ॥

ডালি । ওগো প্রাণের আলি ! শোন বলি—ছারে দাঁড়িয়ে  
তোমার ওই যে বাগানের মালী ! উনিওতো বাবু !

হিলোলা । সামনে একটা তাঁবু ফেলে দাও সখি ! ও মুখ যেন  
আর না দেখতে হয় ; তুমি আর ও বাবু নাম প্রকটারণ করোনা ।

( স্তব্ধ )

বাবু নাম আর শুনাসনে কাণে ।

যাকনা আর বাবুর কাছে, শোবনা তার উপাধানে ॥

বাবু নাম নেবনা মুখে, বাবুরামকে দেব ঠুকে,  
 য় বাবু পতির মুখে, কোন বাঁদী আর ছোমটা টানে ॥  
 বুর ছবি রাখবো ঢাকি, পুষবোনা আর বাবুই পাখী,  
 বাবুর্জিরে বলবো ডাকি চাকরি নিতে অস্থ স্থানে ॥  
 পরে বাবুধাকী সাড়ী, চড়ে বাবুজানের গাড়ী,  
 গড়ের মাঠে বাবু ঘাটে যাবনা আর গঙ্গাস্থানে ।  
 বাবু লেখা দেখলে চিঠি সৎকার কর্বেবা অগ্নিদানে ॥  
 প্রমথ । Oh my dear deary ছিল, lovely little laugh-  
 ing lily ! তুমি বাবু নাম আর শুনবে না ? রসো, পালা মিলিয়ে  
 ঠিক ঠাক কত্তে হবে, নইলে জ্যাংলা-যাত্রা মাটি হবে । এই-  
 নে গোবিন্দ কৃষ্ণকে বিদেশিনী সাজিয়ে আনতো ; আমারও বাবু  
 চলবার নয় ; all right—ঠিক আছে ।

( গীত )

শ্রীমুখ-পঙ্কজ দেখবো বলে হে ।  
 আজ এসেছি হেলে ছলে, স্থান দিও ভাই চরণ তলে ॥  
 দেখবো তোমায় নয়ন ভ'রে, তাই এসেছি চশমা প'রে,  
 যখন চশমা দেখে তোমার ছবি  
 তখন কবি ভাসে নয়ন জলে ॥  
 মানের রঙ্গে তুমি রঙ্গি, তাই সেজেছি এ ফিরিঙ্গি,  
 এখন বাঁচাও প্রিয়ে চরণ দিয়ে, পায় পড়িছে পাপস হয়ে ।  
 দ তুমি না চাও চোখে, (তবে) ছইস্কি খাব বেজায় রোখে,  
 ফেলবো কেঁদে নেশার কোঁকে  
 এই বেলা তোর ভাসুক মান ॥

( প্রভা প্রভৃতি সুরে । )—

বলি আমরা বুঝি কেউ না ?—

বলি এলমা এলনা খবরে ?—

প্রথম ।—

( সুরে )

সখিরে ! রাইকে আগি গুঁড়ি দেখি,

ভাল পাল্য তার সখাসখি ।

তাই তরুমূলে অগ্রে করি সলিল সেচন ।

তরুর শিরায় শিরায় রস করিবে প্রেরণ ॥

এখন তোমরা আমার মূলের তলে যাবার জন্ত সাহায্য কর, একটু তফাৎ থাক—ডালপালায় আমার চূড়া বেঁটন করে আটকে ফেলনা ।

নলিনী । বলি ছোকরা তুমি কেহে ? এত রাজে না ডাকবা  
মাত্রে কৃষ্ণগাত্রে এখানে এসে সৎপাত্রে পড়েছো ? তোমায় যেন  
চেন চেন কচ্ছি, কোথায় যেন দেখেছি বটে ।

( গীত )

তুমি কে বট হে ?

তোমায় চেন চেন করি, চিনিতে না পারি—

কোথায় তোমায় দেখেছি হে ॥

তুমি কলকেতা কালেক্সে ছিলে, ইংলিশেতে মেডেল নিলে,

তোমায় মেসের বাসায় অন্যবেশে দেখেছি হে ॥

তখন এডুকেশন হয়নিফিনিস, খেলতে যেতেলনে টেনিস,

তখন ছিলনা এ খড়া চূড়া মালকোঁচ্চা দেখেছি হে ॥



তখন বয়স তোমার গণ্ডা ছয়, হয়নি সাধের পরিণয়,  
চৌদ্দ গুণে পদ্য লিখে প্রেমের কথা কইতে হে।

তখন এই দুটী নয়নের আশে,  
পাশের পড়া ফেলতে পাশে,  
সে সব স্মরণ আছে তো হে।

পরে ভার্য্যা পেয়ে সেজে বর, হলে 'ল'য়ের ব্যাচিলর,  
উকীলের পিল হিলির মনে আছেতো হে।

এখন গেছে পশার জমে, তাই ভারি হয়েছে মমে,  
বুঝি ছ' গোহরের কমে কওনা কথা প্রিয়া মনে হে।

দেখে সে রূপচাঁদের মুখ, ভুলে একুপ চাঁদের মুখ,  
পদের লুখ ও পুরুখ ভাল বোঝাতো হে ॥

প্রমথ। তবে বৃন্দে অলমতি বিস্তরণ। গাটুলিপুঞ্জ হতে  
প্রেমহুত্রে রেলে আসতে হয়েছে, চিম্নির ভূষা গাজের ভূষাকে  
সমুজ্জল করে তুলেছে, যমুনাতীরে গিয়ে পিয়ার সাহেবের সহিত গাঢ়  
আলিঙ্গনের পূর্বে ভঙ্গসমাজে গ্রাহ হবার উপযুক্ত হব না;  
সুত্তরাং পেলা কম পড়ছে মনে করে একটু তাড়াতাড়ি মিলন করে  
লাও। আমি সেই ছাপর-প্রচলিত সাধের মধুর শান্তিতে মাথা  
পেতে নিই; নিত্য চরণ ধরা পাটনাব বাজালা দেখেছে, আজ সারা  
বাজালা আমার প্রেমের বীরত্ব দেখে নিক। (হিন্দোলার চরণের  
নিকট জাহ্ন পাতিয়া।)

( গীত )

প্রিয়ে চাক্ষুশীলে মুখময়ী মান করলো দান।

অহং আহান্মুখং বেরসিকং—কিসে বুঝবো তোমার টান ॥

বদসি বদি কিকিঙ্গপি—তবু দেখতে পাইহে দাঁতের দাঁতি ।

হরতি দর তিমির মতি—দেখ বুকের ভিতর আঁধার রাত্তি ॥

জ্বগসি মম শামলাং, জ্বমসি মম মামলাং,

জ্বমসি মম মকেল-মহারত্নং ।

বোরোণীয়া ফুল গঞ্জনাং, মম হৃদয় রঞ্জনাং ॥

তুমিই ভাল জান গরি দীনপতি যত্নং ।

ভন মধুর ভনিতা, জীবন্ত কবিতা,

আমি চবণ সাজাই আলতা দিয়ে ।

উক্তি আপত্তি খণ্ডনাং, মম শিরসি মণ্ডনাং,

দেহি পদ-পল্লব মুদারং ॥

( আমার এই মাথা নিয়ে । )

হিলোলা । দূতীগো দূতী ! সেই ঘাপর থেকে পায়ে ধরা চলে আসছে ; আর কি ওতে নভেলুটী আছে ?

নলিনী । নে ভাট নে—আজ পূর্বণো ষড় ষ পড় , ঈলোক স্বভাবতঃ বজ্জাশীলা, খুলে বলতে পারিহিনে, কিন্তু রাও হয়ো জঠবে আত কঠোর ক্ষিদে পেয়েছে ; এত আমোদের এর বাসর—তারও শেষ হয়, পাকাকলাবে দৈ এসে শেষ ঘোষণা করে, আমাদের জ্যেষ্ঠা যাত্রারও শেষ হওয়া আবশ্যক ।

সকলে । বৃন্দেগো তথাস্তং, আমরাও গৃহে যাবার জন্ত ব্যস্ত সমস্তং ।

নলিনী । তবে সাহেব ! একবার ঝাঁক ঝাঁক দাঁড়াও । হে চুকট দয় ! মুখে সিগার দাও, হাতে নাও পাঁচনঝাড়ী, আমি তোমাদের আড়ি বুঁচবে দিচ্ছি । ওগো ও বোদ্যান্টিকমুখী ! একবার

এই ছুটির হুখে ছোটাও, বামে এসে দাঁড়াও, আমরা যুগল দেখে  
যুগল নিয়ে অনর্গল ভোজনে প্রবৃত্ত হই। ( প্রমথ ও হিম্মোলাকে  
যুগলভাবে দাঁড় করাইয়া । )

সকলে ।—

( গীত )

চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদেব বামে চাঁদবদনী দাঁড়াল ।

সখী এমন চাঁদ আব কেবা পায় ?—

যে চাঁদে রূপ-চাঁদ এনে ঘরে যোগায় ।

ও চাঁদ কস্ম কবেন খেটে মরেন এ চাঁদের তরে,  
এ চাঁদ ধর্ম্য ধবেন নভেল পড়েন শুয়ে শুয়ে ঘরে ।

বিনোদিনীব নেত্র যেন ইলেক্ট্রিক বাতি,

( তায় ) বাবুবোকা শ্যামাপোকা পড়ে মাতি মাতি ।

কবিকুল দাসী কথ কবষোড় কবি,

দর্শকেব সদাই জ । করহে শ্রীতবি ॥

( স্বচরিত্রের সম্পাদককে তাড়া করিয়া নৃসিংহবেশী গয়ারাম, সঙ্গে সঙ্গে  
দর্পনারায়ণ ছকড়ি ও নানা বেশে ভক্তগণের প্রবেশ )

গয়া । ছুটুকান চক্কাব ; আবেবে হিবণ্যকশিণু !

স্বব । আবে এটা দেবে ? ঘাড়টা ধবে মুচড়ে দেব না  
পাশাপাশিগান । অ কবে দেব ?

গয়া । তবে রে হিবণ্যকশিণু জটনা গোস্বামিনী । আমি  
ধাকডে তুমি শ্রীমতাব কলঙ্ক বটাও ? আজ বাসাব কাছে গেয়েছি,  
তোমাব ক্ষটীক স্তম্ভ ভেদ করো ।

স্বব । ও কাব গলা ?—গবাবাম দা' না ? একি মুর্ত্তি ধবেছো ?

১৯১৩-১৪ পূর্বাব্দ

ভক্তগণ। লোম ছিঁড়ে যাবে, লোম ছিঁড়ে যাবে, হাত  
ওঠাও ।

দর্প। ওয়াট্‌সন সমার্সের বাড়ী থেকে ১০ টাকা দিয়ে  
খরিদ হয়েছে, তোমার কিন্তু ডামেজ দিতে হবে ।

সুব। হাঁ হে দর্পনারায়ণ ভায়া ! তোমরা এসব কি করেছো  
বল দেখি ? অবতার উবতার হয়েছো নাকি ?

দর্প। আর 'সম্ভবামি যুগে যুগে' নয়, এক গয়্যারাম অঙ্গে নানা  
লীলা—যে দিন যা অভিক্রুচি, আজ নৃসিংহের পালা ; প্রভু আজ  
তোমার উদর বিদারণ কর্কার জন্য ১০ টাকা দিয়ে পোষাক  
কিনে নৃসিংহরূপ ধারণ করেছেন ।

ভক্তগণ। গয়্যারাম বোল ! গয়্যারাম বোল ! গয়্যারাম বোল !

প্রমথ। সত্যি—দাদা নাকি ?

গয়া। হাঁরে ভাই আয়ান । ( হৃকার শব্দ ) ওরে জটিলে হয়  
সহস্র ছিদ্র টাক্কর থলি এখানে এনে ঢাল, নয় এখনি তোর ফটক  
স্তম্ভ বিদাবণ—

প্রমথ। হালো ছক্—ওল্ড বয় তুমি যে ? এ কাণ্ডখ ? কি ?

ছকড়ি। তবু ভাল—চিনতে পাল্লো । অবত তোমার  
পরিবারের কলকলজন কর্কেন কি না ? ত্রা ব্যাধি-লীলা কর্কার  
আর দেবি সহ্যো না—এই সিংহের পোষাকটা কেনা ছিল, সুব-  
চনীর জটিলাকে বাসার কাছ দিয়ে যেতে দেখে সেজে একেবারে  
তাড়া করে বেরিয়েছেন । কিন্তু সুবচনীর লাঠির যা বহর দেখছি  
তাতে দাদাকে মুচড়ে একটা খোঁড়া হাঁস না করে ফেলেন ।

প্রমথ। নাও হিলি তোমাব অবতার দেখ, তুমিও পাগল—

• নইলে এই পাগলের কাছে আসবে কেন ?

হিজোলা । ভাগ্যিস পাগলামো করেছিলুম, নইলে আককের এমন মজা কেমন করে দেখতে ?

প্রমথ । ( সুবচনীর প্রতি ) আপনিই কি সুবচনীর সম্পাদক ? আমার এই যা কিছু খরচ হয়েছে আপনারি দেওয়া উচিত, সমস্ত কাগজের গোড়া হলেন আপনি ।

সুব । আমি—সে কি রকম ?

প্রমথ । আপনার গেল ১৯শে তারিখের কাগজে “বিচ্ছেদ-ভীতা” নাম দিয়ে একটা পরার ছাপা হয়েছিল ?

( হলাহলানন্দের প্রবেশ )

হলা । সেটা সম্পূর্ণ defamatory ! ( দবিস্বরে ) একি What is this ? Be-d-lam let loose ! না বারোয়ারীর সং চলতে পারে ।

সুব । মশায় আপনার সঙ্গে পরিচয় নাই ; যাহোক পরে হবে ভদ্রলোক এই যথেষ্ট ; আপনি অনুগ্রহ করে আপনার পরিবারকে আমার আলীকর্ষণ জানিয়ে বলবেন যে সে পরারটীতে ক্লারকে কোন লক্ষ্য নাই, অর্থও কিছু বিশেষ নাই ; আমার একটা পাগলাগোছ আত্মীয়ের একটু কবিতা লেখার ছিট আছে, মনে বড় দুঃখ কর্কে, তাই space ছিল—দিয়ে দিয়েছিলুম ।

হলা । আচ্ছা, প্রমথবাবু কিছু না বলেন না বলেন, “হলাহল” কথাটা আছে আমি ছাড়ছি। মোকদ্দম এটা কি—কেহ বলছেন যে ? সং না পাগল ?

সুব । পাগল ! সত্য পাগল—

ভক্তগণ । গয়ারাম বোল ! গয়ারাম বোল !

সকলে । পাগল পাগল ! পাগল পাগল ! পাগল পাগল !

ছকড়ি । দাদা জুরীর verdictটা এইখান থেকেই বেরিয়ে

গেল এই ঢের ; আমি সন্ধান পেয়েছি তোমার এক জ্ঞানি এই  
অবতারতরু শুনে আশ্রয়িতা করে এখানে এসেছেন, তোমায়  
পাগলখানায় পাঠিয়ে কি দেবতার বিষয় আছে হস্তগত করবার  
যোগাড় কচ্ছেন । আব অবতারগিৰিতে কাজ নেই, পুরণো কাজে  
মন দাও । মোক্ষাৎ এ মোহন মূর্তিখানি মারুখানে দাঁড়িয়ে সকলকে  
একবার ভাল করে দেখাও ; আর আমি এই সময় একবার চেষ্টা  
করি, যদি জ্ঞান মুখ্যদোকে পাই, একখানা ফটোগ্রাফ তুলে নিই ।

ভক্তগণ । গয়্যারাম বোল ! গয়্যারাম বোল !

ছকড়ি । চোপ ।

সকলে । সবাই পাগল ! সবাই পাগল !

( গীত )

এ দুনিয়াখানা পাগলখানা ।

এ বন্ধে ওরে পাগল নিজের বেলা সবাই কান্না ॥

পাগল বাবা ভস্ম মাখে গলায় হাড়ের মালা,

জননী পাগলী আমার গোবী গিরিবালা,

তাদের পাখুশালে ভাস্ত্র ছেলে,

দুদিন মিলে করে পাগলপনা ॥

কেহ গুরু সেজে কথাব তেজে টানে মুক্তিরথ,

আপনি অন্ধ দৃষ্টি বন্ধ পরকে দেখায় পথ ;

কেহ অন্তে দেখে ব্যঙ্গ করে—

আপন অঙ্গে কত রঙ্গ—চোখে দেখেনা ।

আমরা পাগল হোয়ো পাগল পাগলামা তাঁর কারখানা ॥

যবনিকা ।